চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 156 Tuesday, 7 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৫৬ সংখ্যা ❋ ২৪ বৈশাখ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৭ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দিদির বাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক বালিকার। ডোমজুড়ের বানিয়ারা এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম নন্দিনী সরদার(১১)। ...বিস্তারিত পাতা ৩

চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অসুস্থ একটি হরিনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার সময় মাঝ পথে মৃত্যু হয় হরিণটির। সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েই বড় পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ সেই পরিকল্পনা ফাঁস করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

তোদের কারও ক্ষমতা নেই আমার একটা চুলও স্পর্শ করার । মমতা

দুরন্ত বার্তা, সাঁইথিয়া, ৬ মেঃ বীরভূমে ভোটপ্রচারে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, ভোটে ফায়দা তুলতে ইচ্ছাকৃতভবে ধর্মের রাজনীতি করছে গেরুয়া শিবির। আর বিজেপি যে ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, সেটা আসল হিন্দু ধর্ম নয় বলেও দাবি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। বীরভূমের দলীয় প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে প্রচার করতে সোমবার সাঁইথিয়ায় যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁইথিয়া মেলা মাঠে ছিল মমতার জনসভা। সেখানেই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''ওরা আমাদের হিন্দু ধর্ম মানে না, বাইরে থেকে ধার করা একটা বকধার্মিককে মনে। আমাদের ধর্ম হচ্ছে কোরান পুরান, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব, জেন্দাবেস্তা পড়ে যাও যত সব। আমাদের ধর্ম রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সর্ব ধর্ম সমন্বয়।'' যদিও এবারই প্রথম নয়, এর আগেও বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার ইস্যুতে তোপ দেগেছেন মমতা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলায় কোনও বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে নয়, সব ধর্মকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেটাই বাংলার সংস্কৃতি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এক ধাক্কায় চাকরি হারিয়েছেন ২৫,৭৫৩ জন। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেছে রাজ্য। সোমবার সেই মামলার শুনানিও রয়েছে। এদিকে হাইকোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশ নিয়ে এদিন ফের সরব হন মমতা। যোগ্যদের চাকরি হারানোর পিছনে বিজেপিকেই দায়ী করেছেন তিনি। সঙ্গে চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এপ্রসঙ্গে সোমবারের সভা থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''দু'কোটি ছেলেমেয়েকে চাকরি দেবে বলেছিল, কিন্তু

চাকরি তো দেয়নি, উল্টে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে। ২৬ হাজার চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকার পাশে আছি। কেউ ভুল করলে সংশোধনের সুযোগ দাও। তুমি তার জন্য পলিসি করো। যারা কোনও অন্যায় করেনি তাদের বিপদে ফেলতে পারে না।'' গত শনিবার থেকে সন্দেশখালির একটি ভাইরাল ভিডিও ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সন্দেশখালির বিজেপির নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে ওই ভিডিওতে বলতে শোনা গেছে, সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো। ধর্ষণের ঘটনা মিথ্যে। স্বাভাবিকভাবেই লোকসভা ভোট চলাকালীন ওই স্টিং অপারেশনের ভিডিও নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করতে আসরে নেমেছে তৃণমূল। শনিবারের পর থেকে প্রায় প্রতিটি সভাতেই সন্দেশখানি ইস্যু নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন মমতা। সোমবারও একইভাবে সরব হন। এদিন তিনি বলেন, ''সন্দেশখালিতে কীভাবে প্ল্যান করে মেয়েদের অসম্মান করেছে, দেখেছেন তো? ওরা জানে না, মেয়েদের কাছে টাকাটা বড় কথা নয়। তাঁদের কাছে আত্মসম্মান, মেয়েদের গরিমা, সম্মান অনেক বেশি। নির্বাচনে জিততে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে। বেশি চক্রান্ত করো না, এক দিন ফাঁস হবেই।'' অন্যদিকে, আর পাঁচটা নির্বাচনী সভার মতোই এদিনও এনআরসি সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় বক্তব্য রাখেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, ''ন'কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় চাল দিতে গেলে বছরে ৩২ কোটি টাকা লাগে। এই সব টাকা তৃণমূল দিয়েছে। দু'বছর ধরে একটা টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। দিল্লি সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্যের এক লক্ষ ৭৪ লক্ষ বকেয়া।'' একইসঙ্গে ডেউচা পাঁচামিতে এক লক্ষ যুবক-যুবতীর চাকরির আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''বীরভূম, বর্ধমান আমাদের শস্যভাণ্ডার। আপনারা আমাদের শস্য দেন তা-ই দিয়ে আমরা জীবনধারণ করি। আগামী দিনে ডেউচা পাঁচামিতে এক লক্ষ ছেলেমেয়েদের চাকরি হবে। কোনও ঘরে বেকার থাকবে না।।'' এদিন জনসভা থেকে মমতা আরও বললেন, ''আজ বিজেপি বড় বড় কথা বলছে, বাংলার বদনাম করছে। বলছে, বাংলা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হঠাও।'' এরপরই তৃণমূল নেত্রীর ক্ষিপ্র আক্রমণ, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন বেঁচে থাকবে, বাংলায় থাকবে। তোদের কারও ক্ষমতা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা চুলও স্পর্শ করার।'' শতাব্দীর সমর্থনে আগেও বীরভূমে প্রচারসভা করেছেন মমতা। এদিনই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কল্পতরু ময়দানে দ্বিতীয় সভা করেন মমতা। ওই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

'সন্দেশখালির সন্দেশ, বাংলা বিরোধীদের খেলা শেষ'!

দুরন্ত বার্তা, মঙ্গলকোট, ৬ মেঃ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিজেপিকে পাল্টা চাপে ফেলতে মরিয়া তৃণমূল। স্টিং অপারেশনের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তা হাতিয়ার করেছে বাংলার শাসক দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রসঙ্গে আগেও মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, ''সন্দেশখালির মহিলাদের সম্ভ্রম বেচে দিয়েছে বিজেপি।'' সোমবার মঙ্গলকোটের জনসভা থেকে সন্দেশখালি ইস্যুতেই বিজেপিকে আবার তুলোধনা করলেন অভিষেক। পুলওয়ামার রক্তাক্ত স্মৃতি এখনও দেশবাসীর মনে রয়েছে। সন্দেশখালি ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধতে সেই ঘটনার প্রসঙ্গও টানলেন তৃণমূল নেতা। মঙ্গলকোটের সভা মঞ্চে

বিজেপিকে 'নির্লজ্জ' বললেন অভিষেক

দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, ''পুলওয়ামা বিজেপি করিয়েছিল বলে শুনেছিলাম। আমি বলছি না, সত্যপাল মালিক বলেছেন বিজেপি যাকে গভর্নর করে পাঠিয়েছিল। ৪০ জন জওয়ান শহিদ হওয়ার ঘটনার

পিছনে নাকি বিজেপি রয়েছে। আমরা শুনেছি। আর গত পরশু নিজের চোখে দেখলাম।'' এরপরই সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিওর কথা বলেন অভিষেক। গত শনিবার সকালে সন্দেশখালির একটি স্টিং অপারেশনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বিজেপি সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল স্বীকার করছেন, মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা পুরোটাই সাজানো। সেজন্য তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিষেক এদিন বলেন, ''সন্দেশখালিতে মহিলাদের মান, ইজ্জত, সম্ভ্রম ২০০০ টাকায় বিক্রি করেছে বিজেপি। তৃণমূলকে ছোট করতে গিয়ে বাংলার ১০ কোটি মানুষকে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সামনে ছোট করেছে বিজেপি! গোটা বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। একটা রাজনৈতিক দল এত নির্লজ্জ হতে পারে, আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'' এতকিছু শুধু রাজনৈতিক লড়াইয়ে চারটে ভোটের জন্য? প্রশ্ন অভিষেকের। বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক স্লোগানও তোলেন। বলেন, ''যারা সন্দেশখালি নিয়ে গলা ফাটিয়ে বলত, সন্দেশখালি করবে তৃণমূলের চেয়ার খালি, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে সন্দেশখালি... ভারতীয় জনতা পার্টি দলটাই জালি!'' তাঁর খোঁচা, ''সন্দেশখালির সন্দেশ, বাংলা বিরোধীদের খেলা শেষ।'' চলতি লোকসভা ভোটে সন্দেশখালির ঘটনাকে অন্যতম ইস্যু করে নিয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত এ নিয়ে লাগাতার প্রচার করে চলেছেন। বাংলায় মহিলারা কতটা অরক্ষিত তা তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি একা নন, বাংলায় প্রচারে এসে অমিত শাহও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন। তাঁর সোমবারের জনসভাও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু তৃণমূল ওই ভিডিওকে সামনে রেখেই দাবি করছে, সন্দেশখালির ঘটনা পুরোটাই সাজানো। অভিষেকও বলেছেন, বিজেপি যাকে বসিরহাটে প্রার্থী করেছে তাঁকেও টাকা দিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছিল।

ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে রামকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে! তীব্র আক্রমণ শাহের

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর ও কৃষ্ণনগর, ৬ মেঃ তৃণমূল এবং কংগ্রেস রামমন্দির তৈরির পথে বাধা ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওরা জাননি। ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে যাননি বলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক বলেও তোপ দাগলেন। পাশাপাশি বিতর্কের মধ্যেই সন্দেশখালি নিয়ে কড়া বার্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবার দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। মেদিনীপুর থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে তৃণমূলের অন্যতম এই গড়ে। যদিও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসন থেকে জয়ের আশা দেখছেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। এদিন তাঁর সমর্থনেই সভা করতে আসেন অমিত শাহ। আর সেই সভা থেকেই কড়া ভাষায় তৃণমূল সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানান তিনি। পাশাপাশি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধেও তো দাগেন। দিলীপ ঘোষকে বড় নেতা সম্বোধন করে শাহ বলেন, ''রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু ভোট ব্যাঙ্কের জন্য তাঁরা যাননি।'' ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে রামকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে বলেও আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অন্যদিকে অনুপ্রবেশ নিয়েও তোপ

দাগেন। বলেন, ''কাটমানি খেয়ে এবং অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ করিয়ে তৃণমূল ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নেবে।'' এমনকি সিএস নিয়েও আক্রমণ শানান। নাগরিকত্ব আইনে হিন্দু ভাইদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আর তা দেওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও না বলে তোপ। পাশাপাশি এদিন ফের সন্দেশখালি নিয়েও আক্রমণ শানান। তবে ভাইরাল ভিডিও নিয়ে একটাও মন্তব্যও করেননি শাহ। তাঁর কথায় শেখ শাহজাহানের কথা উঠে আসে। বলেন, ''ধর্মের ভিত্তিতে মা-বোনেদের উপর অত্যাচার করেছে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতারা। দোষীদের ধরা হয়নি।'' সিবিআই তদন্ত করছে ঘটনার। হাইকোর্টের নির্দেশে হচ্ছে তা। আর তা উল্লেখ করে শাহ আরও বলেন, ''শাহজাহানের মতো নেতাদের জেলে পাঠানো উচিত।'' দোষীদের পাতাল থেকে খুঁজে বের করেও শাস্তি দেওয়া হবে বলেও কড়া বার্তা। এদিন শুধু বর্ধমান-দুর্গাপুর নয়, কৃষ্ণনগরেও রোড শো করেন অমিত শাহ। সেখান থেকে কতগুলি আসন বাংলা থেকে বিজেপি পেতে পারে তা নিয়ে ইঙ্গিত দেন। বলেন, ''এবার ৩০টা আসন বিজেপি পাচ্ছেই।''

'ঠাণ্ডা মাথায় শুনব', সুপ্রিম কোর্টে আজ হবে নিয়োগ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। একধাক্কায় ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলই বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, অবৈধভাবে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের শাস্তি দিতে গিয়ে কেন চাকরি গেল 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীদের। আজ, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সেই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানির কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শুনানি হল না শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন ঠাণ্ডা মাথায় শোনা হবে এই মামলা। এসএসসি কিংবা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই মামলায় যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে বাছাই করে দেওয়া হয়নি, তাই যোগ্যদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে না পেরে, গোটা প্যানেলটাই বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষক, শিক্ষিক ও শিক্ষাকর্মী সহ ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়ে গিয়েছে। এসএসসি-র দাবি, এর মধ্যে অযোগ্য প্রার্থী তালিকা পাঁচ হাজারের কিছু বেশি। এই পরিস্থিতিতে দিয়েই যোগ্য অযোগ্যদের পার্থক্য বোঝাতে স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপ্রিম কোর্টে তালিকা পেশ করবে। অনেকেই দাবি করেছেন, তাঁরা যোগ্য হওয়ার পরও চাকরি হারিয়েছেন। সমস্ত ধাপ মেনে চাকরি পাওয়ার পরও চাকরি হারাতে হয়েছে তাঁদের। রাজ্য সরকার, এসএসসি বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরও দাবি, এতজনের চাকরি যাওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই সোমবারের এই শুনানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকেই। তবে শেষ পর্যন্ত সেই শুনানি হল না। এই মামলায় কে কোন পক্ষের আইনজীবী, কে কার প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই তালিকা সোমবাবর সন্ধে সাতটার মধ্যে মেইল করে সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে বলা হয়েছে। এরপর মঙ্গলবার হবে শুনানি।

'রাজভবনে দিদিগিরি মানব না!', কলকাতায় ফিরেই প্রকাশ্যে মুখ খুললেন রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মেঃ সম্প্রতি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে উঠেছে বিস্ফোরক অভিযোগ। তাঁরই অফিসের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানিয়েছেন সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে। আগেই বিবৃতি দিয়ে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। আর এবার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন তিনি। অভিযোগ প্রসঙ্গে কোনও কথা না বললেও কোচি থেকে কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন রাজ্যপাল। বললেন, ''রাজভবনে কোনও দিদিগিরি আমি মানব না।'' গত সপ্তাহে শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি থেকে আক্রমণ শানিয়েছেন। ওই ঘটনার পরই রাজ্যপাল বিশেষ কাজে কোচি গিয়েছিলেন। আজ, সোমবার কলকাতায় ফিরেছেন তিনি। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''আমি যতই রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ততই রাজনীতিতে টেনে আনছেন।'' রাজ্যপাল বলেন, ''আমি ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেছি। সেই জায়গা থেকে আমি সরছি না। তবে আমি বরাবরই বলেছি, ওঁর রাজনীতি আমি বুঝি না।'' রাজ্যপাল আরও বলেন, ''আমার

বিরুদ্ধে যে ধরনের অবমাননাকর কথা উনি বলেছেন, সত্যের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে বলব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি নোংরা।'' রাজ্যপালের কথায়, ভগবানও আর রক্ষা করতে পারবেন না মমতাকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''ভগবানের কাছে বলব ওঁকে রক্ষা করুন। কিন্তু ভগবানের পক্ষেও সেটা কঠিন।'' সব শেষে রাজ্যপাল বলেন, ''রাজভবনে কোনও রকম দিদিগিরি আমি মেনে নেব না।'' তবে এদিন অভিযোগ নিয়ে কোনও কথা বলেননি রাজ্যপাল। এর আগে রাজভবনের তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা বলে মনে করেন তিনি।

আশুতোষ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের বাড়িতে মিলল অস্ত্রসম্ভার!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মেঃ ভোটের আগে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার অস্ত্র। গড়িয়ার ৫২ পল্লি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১টি ওয়ান শটার, ২টি ৭এমএম পিস্তল, ৩০ রাউন্ড কার্তুজ, ৫ কেজি বারুদ। উদ্ধার হয়েছে ২৫টি সুতলির বান্ডিল। মূলত বোমা বাধার কাজে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই অস্ত্র ও অস্ত্রের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে আশুতোষ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওই ছাত্রের বাড়ি থেকেই। ধৃতদের একজনের নামে খুনের মামলার অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। চার্জশিটও হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে এই অস্ত্র এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে অস্ত্র চোরাচালানের কোনও সংযোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডিএসপি ক্রাইম বারুইপুর পুলিশ জেলা ফয়জল বিন আহমেদ বলেন, ''ভোট চলছে। তাই বারুইপুর জেলা পুলিশ সবসময় সতর্ক। তল্লাশি-অভিযানও চলেছে।'' এরইমধ্যে রবিবার সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর থানায় খবর আসে অস্ত্র মজুতের। এরপরই অভিযান চালিয়ে একজনকে ধরা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আশুতোষের ওই ছাত্রের নাম উঠে আসে।

আইসিএসই ও আইএসসি-তে মেয়েদের জয়জয়কার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মেঃ সোমবার সকাল ১১টায় প্রকাশিত হয়েছে আইসিএসই-আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল। দুই ক্ষেত্রেই পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিয়েছে মেয়েরা। গত বছরের তুলনায় বেড়েছে পাশের হার। দেশে সার্বিকভাবে আইসিএসই পরীক্ষার পাশের হার হল ৯৯.৪৭ শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে ৯৭.৮ শতাংশ পড়ুয়া। অন্যদিকে, সারা দেশে আইএসসি পরীক্ষায় ৯৮.১৯ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছে। যা পশ্চিমবঙ্গে পাশের হার ৯৭.৮ শতাংশ। দেশের সার্বিক ফলাফলের মতোই বাংলাতেও দুটি শ্রেণির রেজাল্টে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীরা ভালো ফল করেছেন। কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের (সিআইএসসিই) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এবছর মোট ৪২৬টি স্কুলের ৪২,৩৭২ জন পড়ুয়া আইসিএসই পরীক্ষা দিয়েছিল। যার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৩,২১৪ জন এবং ছাত্রী ছিল ১৯,১৫৮ জন। এদের মধ্যে সার্বিকভাবে পাশের হার হল ৯৯.২২ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.৪১ শতাংশ। আর ৯৯.০৭ শতাংশ ছাত্র পাশ করেছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩২০টি স্কুলের পড়ুয়ারা দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা অর্থাৎ আইএসসি-তে দিয়েছিল। যেখানে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৪,৮৭৫ এবং ১২,৭৪৬ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এবছর আইএসসি পরীক্ষার পাশের হার হল ৯৭.৮ শতাংশ। যার মধ্যে ৯৮.৮৬ শতাংশ ছাত্রী পাশ করেছেন। অন্যদিকে, ছাত্রদের পাশের হার হল ৯৬.৮৮ শতাংশ। গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত চলেছিল আইসিএসই-র পরীক্ষা। আইএসসি-র পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি। যা শেষ হয় ৪ এপ্রিল। অর্থাৎ দশমের পরীক্ষা শেষের ৩৭ দিনের মাথায় ও দ্বাদশের ক্ষেত্রে ৪৮ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করল কাউন্সিল। এদিন আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে সিআইএসসিই। চলতি বছর থেকে 'কম্পার্টমেন্ট এগজাম'-এর আয়োজন করবে না কাউন্সিল। তবে পরীক্ষার্থীরা তাদের খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রিইভ্যালুয়েট) বা ফলাফল পুনর্বার দেখা (রি-চেক)-এর জন্য আবেদন করতে পারবে। উত্তরপত্র রিচেকের জন্য ৬ থেকে ১০ মে-র মধ্যে পড়ুয়াদের নিজ নিজ স্কুলে আবেদন করতে হবে।

পাণ্ডুয়ায় বোমা ফেটে মৃত্যু কিশোরের, এনআইএ তদন্তের দাবি লকেটের

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া, ৬ মেঃ ভোটের আগে বিস্ফোরণ বাংলায়। পাণ্ডুয়ায় বোমা ফেটে এক শিশুর মৃত্যু। আহত হয়েছে ২ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পান্ডুয়ার তিন্না নেতাজী পল্লি কলোনীতে বোমা ফেটে মৃত্যু একজনের। গুরুতর জখম দুই। বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলা করতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। জখম তিন কিশোরকে পান্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজনের মৃত্যু হয়। দুজনকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হুগলি গ্রামীন পুলিশ। মৃত কিশোরের নাম রাজ বিশ্বাস (১১)। বর্ধমানের পাল্লা রোডে তার বাড়ি। পাণ্ডুয়ায় মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এলাকার পরিচিত আরও দুই কিশোরের সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়েছিল রাজ। হঠাৎই ছন্দপতন। কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। আহত অন্য দুই কিশোরের নাম রূপম বল্লভ (১৩) ও সৌরভ চৌধুরী (১১)। স্থানীয় এক বাসিন্দা সুকান্ত মিস্ত্রি বলেন, ''প্রতিদিনের মতো স্নান করতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। তড়িঘড়ি পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছে তিন কিশোর। কিভাবে ঘটনাস্থলে বোমা এল! কারাই বা সেখানে বোমা রেখে গেল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।। বাচ্চারা প্রতিদিনের মতোই খেলা করতে এসেছিল।'' এদিকে বিস্ফোরণ কাণ্ডে এল চাঞ্চল্যকর মোড়। বোমায় জখম কিশোর রূপমের বাবা শুকদেব বল্লভের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল রূপমের মাকে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার এই খবর জানান। তিনি বলেন, ''সকালে ওই ঘটনার পরেই পাণ্ডুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বোমায় আহত এক কিশোরের বাবা। অভিযোগপত্রে এই ঘটনার পিছনে ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তারপরেই এফআইআরে নাম

বোমায় জখম কিশোরের মাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

থাকা ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'' ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে নেতাজি পল্লীতে বোমা রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। সেই বোমাকে বল ভেবে খেলতে যায় তিন কিশোর। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় একজনের। আহত হয় দুজন। আহত এক কিশোরের বাবা শুকদেব বল্লভের অভিযোগ, তার সাথে বিচ্ছেদের পর পাড়ারই এক যুবককে বিয়ে করে তাঁর স্ত্রী। বিহারে হাতুরে চিকিৎসকের কাজ করেন ওই যুবক। নেতাজী পল্লীতে তার দোতলা বাড়ি তালা দেওয়া। মাস পাঁচেক আগে তারা বিহারে চলে যান। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও সন্তানকে দেখতে আসতেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। গত পরশু দাঁতের চিকিৎসার জন্য পান্ডুয়া আসেন। এদিন সকালে বোমা বিস্ফোরণের পর হাসপাতালেও যান ছেলেকে দেখতে। এই গ্রেফতারের ঘটনায় হতবাক প্রতিবেশীরা। মহিলার এক ভাড়াটে জানান, এদিন ফোনে তার সঙ্গে কথা হয়। তখন সে জানায় তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বোমা রাখা বা বিস্ফোরণে তার কতটা হাত রয়েছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না মহিলার বাপের বাড়ির গ্রাম সবুজ পল্লীর বাসিন্দারা। তবে পুলিশ জানিয়েছে তারা অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছেন। মহিলার বর্তমান স্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে আসে তদন্তে। আরও দুটি বোমা উদ্ধার করে তারা। সোমবার সকালে পান্ডুয়ার তিন্না নেতাজী পল্লি কলোনিতে বোমা বিস্ফোরণে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুই কিশোর গুরুতর জখম হয়। তাদের মধ্যে একজনের হাত উড়ে গেছে বোমায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মাঠের ধারে একটি পুকুরের পাশে বোমা রাখা হয়েছিল। ওই কিশোররা সেখানে খেলতে গেলে বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। তাঁরাই গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে পান্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে রাজ বিশ্বাস নামে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে বাকি দুজনের চিকিৎসা চলছে। ২০ মে পঞ্চম দফায় ভোট হুগলিতে। তার আগে বোমা ফেটে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় গোটা জেলাজুড়ে। বিরোধীদের অভিযোগ, সন্ত্রাসের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''ভোটের দিন সন্ত্রাস করতেই জায়গায় জায়গায় বোমা মজুত করছে তৃণমূল। আর অজান্তেই তার বলি হল নিরীহ কিশোর। মানুষ নিশ্চই ভোটের বাক্সে এর জবাব দেবে।'' শাসকদলের পাল্টা দাবি, ভোটে পরাজয় নিশ্চিত জেনে সন্ত্রাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি। তারই জেরে এই মর্মান্তিক ঘটনা। এই রাজনৈতিক চাপানউতোর চলাকালীনই এই ঘটনায় জখম ছাত্রের মাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাও আবার ওই কিশোরের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে। তারপরেই এই ঘটনার তদন্ত নতুন মোড় নেয়।

কংগ্রেস ও সপা-র ডিএনএ-তে রামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছেঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৬ মে ঃ কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিকে একযোগে আক্রমণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার কংগ্রেস ও সপা-কে আক্রমণ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, কংগ্রেস ও সপা-র ডিএনএ-তে রামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। কংগ্রেস থেকে রাধিকা খেরার পদত্যাগের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, তিনি রামলালার আশীর্বাদ নিতে অযোধ্যায় এসেছিলেন এবং কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে অপমান করেছেন। অপমানে ক্লান্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেছেন। বোঝাই কাছে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির ডিএনএ-তে 'রাম দ্রোহ' রয়েছে। ইন্ডি জোটের সঙ্গে যুক্ত সবার ডিএনএ-তে 'রাম দ্রোহ' রয়েছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি 'রাম দ্রোহ', দেশবাসী কখনই তাঁদের পক্ষে ভোট দেবে না। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, দেশের জনসাধারণ কংগ্রেসের ছদ্মরূপ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। জনগণ জানে যে তাঁরা (কংগ্রেস) এখন যা কিছু দেখাচ্ছে তা বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়। তাঁরা শুধু দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের নাটক জানে, তাই জনগণ তাঁদের অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আমেঠিতে কংগ্রেস অফিসের বাইরে গাড়িতে ভাঙচুর, পরিস্থিতি সামলেছে পুলিশ

আমেঠি, ৬ মে ঃ উত্তর প্রদেশের আমেঠিতে হামলা চলল কংগ্রেস কার্যালয়ে, কংগ্রেস কার্যালয়ে হামলা চালানোর পাশাপাশি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। রবিবার মধ্যরাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে আমেঠির গৌরীগঞ্জে অবস্থিত কংগ্রেস কার্যালয়ে। হামলা চালানোর পরই দুস্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দলীয় কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মীরা স।ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান, তাঁদের বোঝানোর পর পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে পুলিশ। এই হামলার ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করে, এই হামলার জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে কংগ্রেস।

ফের টাকার পাহাড়ের হদিশ, ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর পিএস-র বাড়িতে বিপুল নগদ উদ্ধার

রাঁচি, ৬ মে ঃ ভোটের ঝাড়খণ্ডে এবার টাকার পাহাড়ের খোঁজ। ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমের ব্যক্তিগত সচিবের পরিচারকের বাড়িতে টাকার পাহা।রে সন্ধান পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বীরেন্দ্র রাম মামলায় সোমবার রাঁচির বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। তেমনই তল্লাশি চালানো হয় ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমের ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লালের পরিচারকের বাড়িতে। সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০ কোটি টাকা এবং টাকা গণনা এখনও চলছে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী বীরেন্দ্র কে. রামকে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে কথিত অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত অর্থ তছরূপ মামলায় গ্রেফতার করেছিল ইডি।এদিকে, ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমের ব্যক্তিগত সচিবের পরিচারকের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন, তাঁরা সবাই লুটেরা। তা সেটা লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবার হোক অথবা শিবু সোরেন, তাঁরা দেশকে লুটের কাজ করেছে। যখন ভারত সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, তখন তাঁরা অবশ্যই কষ্ট পাবে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ বিজেপি সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

বেরহামপুর, ৬ মে ঃমহিলাদের ক্ষমতায়নে বিজেপি সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ওড়িশার বেরহামপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিজেপি সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। ওড়িশা বিজেপির সুভদ্রা যোজনা এখানে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করবে। ওড়িশা বিজেপি এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৫ লক্ষ বোন এবং মেয়েদের লাখপতি দিদি হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন যে, এখন ওড়িশায় যে সরকার আছে, সেই সরকার মহিলাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে ৬ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে ওড়িশা সরকার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র প্রকল্প নিষিদ্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ওড়িশার সামুদ্রিক সম্ভাবনা বাড়াতেও কাজ করছেন মোদী। আমাদের মনোনিবেশ ওড়িশার উপকূলীয় অর্থনীতিতে। আমরা প্রতিটি সেক্টরে প্রচুর বিনিয়োগ করছি। প্রথমবার, আমরা একটি পৃথক মৎস্য মন্ত্রক তৈরি করেছি, নৌকাগুলির আধুনিকায়নে ভর্তুকি দিয়েছি, মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দিয়েছি। এখানে ওড়িশাতেও সাগরমালা প্রকল্পে কোটি টাকার কাজ হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সুবিধা ও সমৃদ্ধি আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয়বার তার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ প্রণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে দেশের সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কপোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনারা দেখছেন। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কগুলি রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্ক কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দিদা মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।অন্যদিকে বেরহামপুরেতে, আগামী ৪ জুন ওড়িশায় বিজেডি সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। একপ্রকার দাবি করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ওড়িশায় বিজেডি সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ৪ জুন। ৬ জুন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী নির্ধারণ করা হবে। ১০ জুন ভুবনেশ্বরে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আমি বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন ওড়িশার বেরহামপুরের এক নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজু জনতা দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ওড়িশায় ৫০ বছর ধরে কংগ্রেস এবং প্রায় ২৫ বছর ধরে বিজেডি ক্ষমতায়। কিন্তু কী হয়েছে, তা সবাই দেখেছে! ওড়িশায় উর্বর জমি, খনিজ সম্পদ, সমুদ্র উপকূল, বেরহামপুরের মতো একটি বাণিজ্য কেন্দ্র, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কী নেই...তবুও, এই ''ধনী'' ওড়িশার জনতা গরীবই থেকে গেল...এই পাপের জন্য দায়ী কে? উত্তর হল কংগ্রেস ও বিজেডি!প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার জলজীবন মিশনের জন্য ওড়িশাকে ১০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এখানকার সরকার সেই টাকা ঠিকমতো খরচ করতে পারেনি। গ্রামে রাস্তা তৈরির জন্য মোদী টাকা পাঠালেও গ্রামের রাস্তার অবস্থা খারাপ। মোদী দিল্লি থেকে বিনামূল্যে চালের জন্য টাকা পাঠান, কিন্তু বিজেডি সরকার এই স্কিমেও নিজেদের ছবি সাঁটিয়েছে। মোদী বলেছেন, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার গ্যারান্টি দিয়েছে মোদী। সমগ্র দেশে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়েছেন। উল্লেখ যোগ্যভাবে, ওড়িশা এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়নি, কারণ বিজেডি সরকার আয়ুস্মান ভারত যোজনাকে ওড়িশায় বাস্তবায়িত হতে দেয়নি।

'অমিতাভ বচ্চনের পর সবচেয়ে বেশি সম্মান আমি পেয়েছি'কঙ্গনার মন্তব্য নেটপাড়ায় হাসির রোল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রাণৌত।তাঁর একের পর এক মন্তব্য নিয়ে জোর চর্চা। রীতিমতো ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নতুন করে কঙ্গনার দু'টি ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে। যার মধ্যে একটিতে অমিতাভ বচ্চনের জনপ্রিয়তার সঙ্গে নিজের তুলনা টানতে শোনা গিয়েছে।ন্ডকঙ্গনা রানাউত বলেছেন, 'ভারতে অমিতাভ বচ্চনের পর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছি আমি। গোটা দেশ আমায় ভালোবাসে, সম্মান করে।' তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে রীতিমতো হাসিঠাট্টা শুরু হয়েছে নেটপাড়ায়। কেউ কেউ আবার বলছেন, ভাষণ দিলেই রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না।ন্ডআগামী ১ জুন লোকসভা ভোটের শেষ পর্বে মাণ্ডি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তাঁর আগে হু হু করে ভাইরাল হচ্ছে কঙ্গনা রানাউতের একের পর এখ ভিডিয়ো। BJP প্রার্থীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমি রাজস্থানে যাই, বাংলায় যাই বা দিল্লি কিংবা মণিপুরে যাই, এত সম্মান এবং ভালোবাসা পাই বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি দাবি করে বলতে পারি, এ দেশে অমিতাভ বচ্চনের পর এত ভালোবাসা এবং সম্মান বলিউড ইন্ডাস্ট্রির যদি আর কেউ পেয়ে থাকে, তবে সেটা একমাত্র আমি।'পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক কঙ্গনা রানাউতের এক্স হ্যান্ডেলে ২.৯ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। ইনস্টাগ্রামে রয়েছে ৯.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার। সেদিকে, শাহরুখ খানের এক্স হ্যান্ডেলে ফলোয়ারের সংখ্যা ৪৪ মিলিয়ন এবং ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ৪৬ মিলিয়ন।বিক্রমাদিত্য সিংয়ের মা এবং হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি প্রতিমা সিং বলেন, 'মানুষ ওঁর ছবি দেখে ওঁকে সামনে থেকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। সকলেই দেখতে চান, সু ন্দরী পরীকে কেমন দেখতে। ওঁকে দেখার জন্যই মানুষ ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আট থেকে ১০ বছর কাজ করলে তবে তো মানুষ বুঝতে উনি কেমন রাজনীতিবিদ।' বলিউডের শাহেন শাহের মতো নিজেকে সমান সারিয়ে বসানো নিয়ে কঙ্গনা রানাউতের সমালোচনা করছেন অধিকাংশই। আবার গেরুয়া শিবির সমর্থকরা অভিনেত্রী রাজনীতিবিদের বুকের পাটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাজনীতির ময়দানে নেমে প্রথম থেকেই লাইমলাইটে কঙ্গনা রানাউত। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারে ভাটা চলছে। তার মাঝে ভোট আবহে জনসংযোগের ক্ষেত্রে কঙ্গনার এ

আই এস সি র ফলাফল প্রকাশিত! দ্বাদশের ফলে পাশের হারে এগিয়ে মেয়েরা, রাজ্যের ফল কেমন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রকাশিত হল এবছরের আইসিএসই দশম এবং আইএসসি -র অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। রাজ্যে আইসিএসই-এর পাশের হার ৯৯.৪৭ শতাংশ। আইএসসি-র পাশের হার ৯৮.১৯ শতাংশ। আইসিএসই-তে ছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য ফল করেছে ছাত্রদের তুলনায়। ছাত্রীদের পাশের হার ISCE-তে ৯৯.৪১ শতাংশ, ছাত্রদের পাশের হার ৯৯.০৭ শতাংশ। ISC তেও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। -আই এসসিতে রাজ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ৯৮.৪৬ শতাংশ, ছাত্রদের পাশের হার ৯৬.৮৮ শতাংশ।ন্ডএ বছর রাজ্য থেকে আইসিএসই পরীক্ষা দিয়েছে ৪২,৩৭২ জন, আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ২৭,৬২১ জন। সকাল ১১'টায় ফল প্রকাশ করেছে CISCE বোর্ড। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আইএসসি (দ্বাদশ) পরীক্ষা শুরু হয়েছে, যা শেষ হয় ৩ এপ্রিল। এবং ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় আইসিএসই-র দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হয় ২৮ মার্চ। আগেই এই পরীক্ষার ফল মে মাসে প্রকাশ করবে তা জানিয়েছিল বোর্ড। আইসিএসই পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম দিন আসল অ্যাডমিট কার্ড ও পরের দিনগুলিতে তার প্রত্যয়িত কপি আনার কথা আগেই জানিয়েছিল বোর্ড। কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের নিয়ম অনুযায়ী, দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা তথা ICSE-তে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পড়ুয়াদের প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। সার্বিকভাবেও ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে পড়ুয়াদের। আর দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে তো পাশ মার্ক আরও বেশি হয়। প্রত্যেক পড়ুয়াকে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ নম্বর পেতে হয়। আর সার্বিকভাবে মোট নম্বরও কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ হতে হবে। তবে কোনও পড়ুয়া পাশ করেছে বলে বিবেচনা করবে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশন।

ইসরায়েলে মার্কিন গোলাবারুদের একটি চালান থামাল বাইডেন প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি গোলাবারুদের একটি চালান ইসরায়েলে পাঠানোর বিষয়টি থামিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন। ন্ডবাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে বাইডেন প্রশাসন কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল, তা প্রকাশ করেনি সূত্র। সূত্রটি অবশ্য বলেছে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার রাফায় সম্ভাব্য ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের সঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের যোগসূত্র নেই। তা ছাড়া এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য চালান পাঠানোর বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে না। চালানটির বিষয়ে জানতে চাইলে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক মুখপাত্র ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া চলমান নিরাপত্তা সহায়তার কথা উল্লেখ করেন।মুখপাত্র বলেন, গত ৭ অক্টোবরের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের জন্য নিরাপত্তা সহায়তা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলকে জরুরি সহায়তা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহ সম্পূরক বরাদ্দ পাস করেছে। ইরানের হামলা থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র একটি অভূতপূর্ব জোটের নেতৃত্ব দিয়েছে। ইসরায়েল যেসব হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে, তা থেকে তারা যাতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, সেটি নিশ্চিতের জন্য যা যা করা দরকার, তা করতে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র।খবরটি প্রথম প্রকাশ করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।ন্ডগত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন একটি বৈদেশিক সহায়তা বিলে সই করেন। এতে ইসরায়েল-হামাস সংঘাতকে কেন্দ্র করে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১৫ বিলিয়ন ডলার ইসরায়েলের জন্য সামরিক সহায়তা। ৯ বিলিয়ন ডলার গাজার জন্য মানবিক সহায়তা। আর ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার অঞ্চলটিতে মার্কিন সামরিক কার্যক্রমের জন্য রাখা হয়েছে।ন্ডরাফায় ব। পরিসরে স্থল অভিযান চালাতে অন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তারা রাফায় সম্ভাব্য ইসরায়েলি অভিযান নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন।সাত মাস ধরে গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এই হামলার মুখে গাজার বেশির ভাগ মানুষ উপত্যকাটির রাফায় আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি আছে।ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চুক্তির লক্ষ্যে বর্তমানে আলোচনায় যুক্ত আছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এই আলোচনায় কোনো অগ্রগতি নেই। ইসরায়েল ও হামাসের অন। অবস্থানের কারণে গাজায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

৭ মে তৃতীয় দফার ভোট, বঙ্গের ৪-সহ দেশের ৯৩টি সংসদীয় কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৬ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের দুই দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, মঙ্গলবার (৭ মে) লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি সংসদীয় আসন-সহ মোট ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের ৪টি ছাড়াও অসমের ৪টি, বিহারের ৫টি, ছত্তিসগড়ের ৭টি, গোয়ার ২টি, গুজরাটের ২৬টি, কর্নাটকের ১৪টি, মধ্যপ্রদেশের ৮টি, মহারাষ্ট্রের ১১টি, উত্তর প্রদেশের ১০টি, দাদরা ও নগর হাভেলির দু'টি ও জম্মু ও কাশ্মীরের একটি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এই দফায় ভাগ্যপরীক্ষা ১,৩৫১ জন প্রার্থীর, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শিবরাজ সিং চৌহান, ডিম্পল যাদব, সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ।

গুজরাটের তিনটি স্কুলে বোমা রাখার হুমকি ইমেল

আহমেদাবাদ, ৬ মে ঃ মঙ্গলবার গুজরাটের ২৬টি লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচনের ঠিক আগের দিনই আহমেদাবাদের তিনটি স্কুলে বোমাতঙ্ক দেখা দিলো।জানা গেছে, সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার গুজরাটের তিনটি স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি ইমেল আসে। ভোটের আগের দিন আহমেদাবাদের স্কুলে বোমাতঙ্কের খবর মিলতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। হুমকি ইমেল মিলতেই স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে। কোথা থেকে হুমকি ইমেল এসেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিল্লির প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নয়াদিল্লি, ৬ মে ঃ দিল্লির নারেলার শিল্প এলাকায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। তিনতলা ওই কারখানাটি মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।জানা গেছে, সোমবার সাতসকালে আগুন লাগে দিল্লির নারেলার শিল্প এলাকার ওই প্লাস্টিক কারখানায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। শিল্প এলাকা হওয়ায় প্লাস্টিক কারখানার আশেপাশে অন্যান্য কারখানা আছে। সেগুলিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে তার আগেই প্লাস্টিক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। কীভাবে কারখানায় আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয় দমকল আধিকারিকদের কাছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিশ। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৭৫

ব্রাসিলিয়া, ৬ মে ঃব্রাজিলের দক্ষিণাংশে রিও গ্রান্ডে ডু সোল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় মৃতের সংখ্যা বে।ে হয়েছে ৭৫, এযাব ১০৩ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণের দরুন ওই এলাকায় অভূতপূর্ব প্লাবন দেখা দিয়েছে। জলের তোড়ে ক্ষতি হয়েছে বাঁধেরও।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই বন্যার কারণে ৮৮ হাজারেরও বেশি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন

মেদিনীপুরে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, ভাঙচুর,হাসপাতাল ভাঙচুর, আটক ৭

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গত রবিবার এই ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাসপাতাল চত্বর। হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে চলল ভাঙচুর এবং বিক্ষোভ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'জন পুলিশকর্মী। গোটা ঘটনায় মোট সাত জনকে আটক করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।গত রবিবার রাত দশটা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে মৃত্যু হয় চিকিৎসাধীন প্রসূতি রিনা খাতুনের। তাঁর বাড়ি কোতোয়ালি থানার বেণেডিহি গ্রামে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত শুক্রবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রিনা। এরপর সন্তান প্রসবের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রসূতির পরিবারদের সদস্যদের সেবিষয়ে জানিয়ে দেন চিকিৎসকেরা। যদিও পরিবারের দাবি, তাঁরা এবিষয়ে কিছুই জানতেন না। গত রবিবার রাতে উত্তেজিত হয়ে মাতৃমা বিভাগে ভাঙচুর চালায় প্রসূতির আত্নীয়স্বজন। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।বিক্ষোভের জেরে ওই হাসপাতালে কিছুক্ষণের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গোলমাল থামাতে গিয়ে দুজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনাটিতে এখনও পর্যন্ত হাসপাতালের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭ মে মার্ট ঃমঙ্গলবার, ২৪ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্না/পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮-শতকরা এবং ৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায়ের যে কোনও অবহেলা আজ আপনাকে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।শুভদিন **মিথুন রাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। শুভ রং লাল **কর্কট রাশিঃ**সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। **সিংহ রাশিঃ**আপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। **কন্যারাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে **তুলারাশিঃ**আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিদেশ যাত্রাশুভ **ধনু রাশিঃ** আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। **মকর রাশিঃ**নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে **মীন রাশিঃ**আধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে। যদিও

মজুরি বিতরণে বিলম্ব সহ বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক বিষয় নিয়ে

ইটভাট্টা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে শ্রম দপ্তরের কমিশনারকে ডেপুটেশন শ্রমিক ইউনিয়নের

আগরতলা, ৬ মে ঃ সোমবার ত্রিপুরা ইট ভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তপন দাসের

নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শ্রম দপ্তরের কমিশনার অসীম সাহার সাথে বৈঠক করেন।এই বৈঠকের লক্ষ্য ছিল রাজ্য জুড়ে ইট ভাট্টা শ্রমিকদের মুখোমুখি হওয়া জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করা। তপন দাস কাজ শেষ হওয়ার দীর্ঘ দিন পরেও মজুরি বিতরণে বিলম্ব সহ বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক বিষয় তুলে ধরেন। ইট ভাট্টা শ্রমিকরা, বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকেরা যারা কাজের মরসুমে বাইরের রাজ্য থেকে আসে তাদের একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ মালিকরা শ্রমের পুরো মৌসুমের পরে তাদের কষ্টার্জিত মজুরি দিতে অস্বীকার করছে। শ্রমিকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কারণ তারা তাদের পরিবারের সাথে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারছে না, তিনি যোগ করেছেন। তপন দাস আরও উল্লেখ করেছেন যে ইউনিয়ন ইটের ভাট্টার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রম দপ্তরের সাথে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছে কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। এদিনের ডেপুটেশনে বাম শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা শ্রম কমিশনারের কাছে অবিলম্বে বকেয়া মজুরি বিতরণ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের তাদের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য টিকিট, খাবার এবং জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান। এদিকে, কমিশনার অসীম সাহা প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, শ্রম বিভাগ দ্রুত এসব অভিযোগের সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ত্রিপুরায় ইট ভাটা শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৈঠকটি শেষ হয়।

পরকীয়ার জেরে শিশু কন্যা ও স্বামীকে ফেলে রেখে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেল গৃহবধূ

বিশালগড়, ৬ মে ঃ শিশু কন্যা ও স্বামীকে ফেলে রেখে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেল গৃহবধূ। স্ত্রীকে ফিরে পেতে ও প্রেমিকের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিশালগড় মহিলা থানায় দারস্থ হলেন স্বামী। জানা গিয়েছে, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহিলা থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া এলাকার গৃহবধূ সকাল বেলায় ঘুমে শিশু কন্যা সহ স্বামীকে ফেলে রেখে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যায়। এমনই অভিযোগ নিয়ে কোলের শিশু কন্যা নিয়ে বিশালগড় মহিলা থানায় দারস্থ হন স্বামী। স্ত্রীর অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় স্বামীর উপর একাধিকবার স্ত্রী আক্রমণ করেছে বলেও অভিযোগ। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

তরুণকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মে ঃ কলকাতা পুরসভার কোয়ার্টারের ছাদে খুন হলেন এক তরুণ, কোয়ার্টারের ছাদে ঘুমতো সে। ফুলবাগানে কলকাতা পুরসভার ঝাড়ুদারদের কোয়ার্টারে রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবারের অভিযোগ, ওই ছাদে নেশা করতে গিয়েছিলেন এক যুবক। তখনই নিহত তরুণের সঙ্গে বচসা বাধে তাঁর। তার জেরেই কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত যুবককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতের নাম নীতীশ রবি দাস (১৮)। বাবা কলকাতা পুরসভার ঝাড়ুদার হওয়ায় ফুলবাগানের একটি কোয়ার্টারে থাকতেন তাঁরা। প্রতি দিন রাতে কোয়ার্টারের ছাদে শুতে যেতেন তিনি। রবিবারও গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ছাদে পৌঁছয় আকাশ হরি নামে ওই কোয়ার্টারেরই এক আবাসিক। তাঁর বাবাও কলকাতা পুরসভার ঝাড়ুদার। অভিযোগ, রাতে নীতিশ ও আকাশের মধ্যে ঝামেলা হয়, এরই মধ্যে আকাশ পালিয়েও যায়।

১০১ বর্ষ পূরণে বারাণসীর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

৬ মে ঃ চৈত্রের বাতাসে শীতের ছোঁয়াটুকু মিলিয়ে যেতেই সম্ভাবনার ডালি নিয়ে নতুন বছরের আবির্ভাবে মন হয় উল্লাসিত। সেই উল্লসিত প্রাণে, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বারাণসী শাখা ২২শে বৈশাখ ১৪৩১ (ইং ৫ই মে ২০২৪) রবিবার বর্ষবরণ উসব সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় বারাণসীর দুর্গাচরণ গার্লস্ ইংটার কলেজ প্রেক্ষাগৃহে (ফরিদপুরা, সোনারপুরা) আয়োজন করে।অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই দীপ প্রজ্জ্বলন ও সংগঠন গীত, সমবেত রূপে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষন সঙ্গীতাঞ্জলি। রবীন্দ্র - দর্পণ রবীঃদ্রনাথের ভাবধারা কে বহন করা অলক্ষ্যে ছিল তারই গানের স্পর্শ। শিল্পীদের প্রশংসনীয় উপস্থাপনা শুনে গীতি আলেখ্যটি দর্শকদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরাতন ও নতুনের মেলবন্ধন প্রকাশ পায়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী রূপে মঞ্চ অলংকৃত করেন বিদুষী সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচরিতা গুপ্ত, শ্রীমতী পুষ্প ব্যানার্জি, শ্রীমতী ব্রততী দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতী পৌলমী। শ্রীমতী শতরূপা রায় চ্যাটার্জী, শ্রীমতী জয়া রায়, শ্রীমতী দেবযানী রায়, শ্রীমতী মেঘা গাঙ্গুলি এবং কুমারী বর্ষা বসাকের মত গুণী শিল্পীরা মিলে সুন্দর গীতি আলেখ্য দর্শক কুলকে উপহার দেয়। যন্ত্র সংগীতে শ্রী গৌতম চক্রবর্তী (তবলা), শ্রী বিশ্বজিত চ্যাটার্জি (গীটার) এবং শ্রীমান শুভংকর ব্যানার্জি (সিন্থেসাইজর), আলেখ্য নির্মাণ, পরিবাশনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি- শ্রীমতি ঝুমুর সেনগুপ্ত। ১৯২৩ সালে রবীঃদ্রনাথের সভাপতিত্বে 'সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বারাণসীতে। সেই থেকে বহির্বঙ্গ-সহ বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এই

সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন প্রায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বহির্বঙ্গের এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ ছিল অনেকটা 'নাড়ীর টানে'র মতো। তাঁর কথায়, 'বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়, বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।' তাই তিনি সেদিন এই সম্মেলনের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে দৃ।তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আজকের প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উসুক হয়েছে এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গা়ে তুলেছে।' তাছাড়া উত্তর ভারতের মতো হিন্দিভাষী অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হওয়ায় তিনি মনে করেছিলেন, 'এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।' বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্টজন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন বা আছেন। সম্মেলনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাঁরা চেষ্টা করেছেন সারা দেশে বাঙালির আত্মমর্যাদা রক্ষার সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নয়নে।বারানসী শাখার সভাপতি অত্যন্ত গর্বের সহিত ঘোষনা করেন যে এ বসর বারানসী শাখা বাংলা শিক্ষা প্রদান প্রকল্পে সর্ববভারতীয় স্তরে ১১টি পুরস্কার প্রাপ্ত করেছে যা নিসঃদেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন ছিলেন শ্রী দেবাশিষ দাশ মহাশয়। সহযোগিতা করেছেন শ্রী মুরারী মোহন সেনগুপ্ত, শ্রী শ্যামাপ্রসাদ রায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও বিকাশ বল্লভ। সর্বশেষে এস পি রায় মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মিলল না মুক্তি, আপাতত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মে ঃ হাঁসফাঁস গরম থেকে এখনও মিলল না মুক্তি, আপাতত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ। গত কয়েক দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে যে তাপপ্রবাহ চলছিল, তা সমাপ্ত হতে চলেছে বৃষ্টির সৌজন্যে। তবে, সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষিত সেই বৃষ্টির দেখা মিলল না, শুধু দমকা হাওয়ায় ক্ষণিক স্বস্তি মিলেছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এত দিন শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ু ঢুকছিল বাংলায়, এখন হাওয়ার দিক বদল হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাছাকাছি ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। সে কারণেই বৃষ্টির উপযোগী অবস্থা তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির কারণে ছয় থেকে আট দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কমতে পারে। ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে। তার নীচেও নামতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জায়গায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। কোথাও কোথাও কালবৈশাখীও হতে পারে। আগামী বুধ-বৃহস্পতিবারও বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায়। সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। তবে দক্ষিণে মূল বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবার পর্যন্ত। তবে, বুধ এবং বৃহস্পতিবারও চলতে পারে বৃষ্টি। দমকা হাওয়ার কারণে মস্যজীবীদের বুধবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

প্রচারে বেরিয়ে বৃক্ষরোপণ করলেন হাও।ার বাম প্রার্থী।হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় সোমবার দাসনগরের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। তীব্র তাপপ্রবাহে ভুগছে শহরবাসী। এর থেকে সুরাহার একটাই উপায় তা হলো বৃক্ষরোপণ। বাম প্রার্থী এদিন রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে শহরকে দূষণমুক্ত করা।

ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে ফেরি পরিষেবা ফের শুরু হত্রে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শ্রীলঙ্কার উত্তর অংশের জাফনা জেলার কাঙ্কেসান্থুরাই (কেকেএস) শহরতলির সঙ্গে ভারতের তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনামের মধ্যে যাত্রীবাহী ফেরি পরিষেবা আগামী ১৩ মে থেকে পুনরা? চালু হতে চলেছে। সোমবার ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪০ বছর বন্ধ থাকার পর এই পরিষেবা গত বছর অক্টোবরে শুরু হয়। সম্প্রতি এই পরিষেবা খারাপ আবহাওয়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।সোমবার এই নিয়ে ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। সেই বিবৃতিতে এই ফেরি পরিষেবা পুনরায় শুরু করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিষেবায় ১১১ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। একটি বেসরকারি সংস্থাকে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়। ওই সংস্থাকে বেছে নেওয়ার কাজ করেছিল ভারতের শিপিং কর্পোরেশন। তবে পুরোটাই হয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। সেই সময় দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের জন্য ভিশন ডকুমেন্তএ্ঃঝ যৌথভাবে গৃহীত হয়। সেখানেই ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সামুদ্রিক সংযোগ জোরদার করার বিষয়টি ছিল। সেই কারণেই ওই ফেরি সার্ভিস আবার চালু করা হয়। তছাড়া এর নেপথ্যে ভারত সরকারের জনগণ-কেন্দ্রিক নীতিও অন্যতম কারণ।ওই বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে যে ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারত বৈদ্যুতিক গ্রিডের সংযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে। এছাড়াও দ্বিমুখী বহুব্যবহারিক পাইপলাই, স্থল সংযোগের অর্থনৈতিক করিডর তৈরির পরিকল্পনাও করেছে ভারত। এছাড়া শ্রীলঙ্কার উত্তর অংশের কাঙ্কেসান্থুরাই বন্দর নতুন করে গড়ে তোলার প্রকল্পে ভারত ৬৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতির পরিস্থিতি দ্রুত ভালো করার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

সমাজের প্রান্তিক পর্বে কাজ করে থাকা কর্মবন্ধুদের সম্মানিত করলো শ্যামপুরের একটি সংগঠন

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ৬ মে ঃ সমাজের প্রান্তিক পর্বে কাজ করে থাকা কর্মবন্ধুদের সম্মানিত করলো শ্যামপুরের একটি সংগঠন। ওদের কারো নাম রবীন্দ্রনাথ দাস, কেউ অমর পালুই, কেউ বাদল মন্ডল, কেউবা অশোক মাঝি। ওরা সবাই জীবন যাপনের জন্য কাজ করে। মাঠে ঘাটে পথে পথে পান্থরে। দিনের শেষে ওরা দেখেছে মঞ্চ আলো করে ওদেরই রিক্সায় বয়ে আনা কোন এক সমাজ কর্মী সংবর্ধনা নিচ্ছেন। কিংবা ওদের পালিশ করে দেওয়া জুতো পরে কেউ মঞ্চ আলো করে সংবর্ধনা নিচ্ছেন। বলাই বাহুল্য এ ছবি দেখে একটা সময় ওদেরও চোখ চিকচিক করে ওঠে। রবিবার শ্যামপুরের একটি হলে ওরাই মঞ্চে উঠে সংবর্ধনা গ্রহণ করল। আর ব্যবস্থা করলো বেঙ্গল রুরাল ডেভেলপমেন্ট নামক ও এক ঝাঁক তরুন তরুনী নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সামাজিক সংগঠন। সংবর্ধিত হলেন কেউ রিক্সা চালক,কেউ ভ্যান চালক,কেউ মৃতদেহ বহনকারী,কেউবা জুতা সেলাই করে,কেউবা ইটভাটায় শ্রমিকের

কাজ করেন। রবিবার শ্যামপুরের একটি হলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে এক সেমিনারে ওরা সংবর্ধিত হলেন। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক ঝাঁক তরুন প্রজন্মের মধ্যে অন্বেষা দাস, শর্মিলা দাস, শেখ ওয়াসিম আকরাম, অনুরাধা জানা, প্রসেনজিৎ দাসরা জানিয়েছে যখন রাস্তাঘাটে এইসব বিশাল মানুষদের অনেকেই দূর-ছাই করেন তখন মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তখন থেকেই আমাদের সংগঠনের পক্ষহতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এইসব মানুষদের একদিন মঞ্চে তুলে সংবর্ধিত করব। যাতে ওনারা নিজেদের সমাজের কারো কাছে অপাংক্তেয় নয় বলে বিশ্বাস রাখেন। আর তা করতে পেরে নিজেদের আমরা ধন্য মনে করছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম রায়চৌধুরী।

মেট্রোর ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ৩৮ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৬.০৫.২০২৪ ভারতীয় রেলের অ-ভাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে মেট্রো রেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করে, মেট্রো রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের ক্ষুদ্রতম অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছে। চলতি অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২৪-২৫-এ সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, কলকাতা মেট্রো স্টার্লিং ফলাফল তৈরিতে সমস্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে প্রথম দৌড়বিদ হিসাবে নিজেকে নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছে। আয়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসগুলি ছাড়াও উপার্জন বাড়ানোর জন্য ভারতীয় রেলওয়ের উদ্যোগগুলিকে তার নন-ফেয়ার রেভিনিউ বাড়ানোর উদ্যোগকে সফল করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে তার রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সাধারণত যাত্রীদের উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে. স্টেশনগুলিতে লিটার বিনের ব্র্যান্ডিং, মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিংগুলি প্রদর্শন এবং বিভিন্ন স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিয়স্ক স্থাপন, হ্যান্ডেল চেইন ব্র্যান্ডিং ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করছে। .এছাড়াও মেট্রো রেলওয়ে

ট্র্যাক সাইডওয়ালস ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেটস এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ডের মতো উদ্ভাবনী ধারণাগুলিও বাস্তবায়ন করেছে। এবং টোকেন ব্র্যান্ডিং, যাত্রীদের ইনফোটেইনমেন্ট দেওয়ার জন্য রেকের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিন স্থাপন করা ইত্যাদি। এই ধরনের উদ্যোগগুলি মেট্রো রেলওয়ের ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টায়, মেট্রো রেল আয় করেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসাবে ২.৭২ কোটি। ২০২৩-২৪ সালে মেট্রো আয় করেছে। একই সময়ের মধ্যে এনএফআর হিসাবে ১.৯৭ কোটি। এটি ৩৮ বৃদ্ধি। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কারণ মেট্রো এমন একটি কর্মক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই অর্থবছরেও মেট্রো রেলওয়ে বোর্ডের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

সিঙ্গুরে মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা করানো হচ্ছে অভিযোগ লকেটের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ মে ঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের। আর সেই মেশিনেই গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা। খোদ হাসপাতালে দাঁড়িয়েই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। আর তা নিয়েই পড়ে গেল হাসপাতালে ব্যাপক শোরগোল। রবিবার সকালে আচমকাই সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছন লকেট। হাতে তাঁর এক গাদা কাগজপত্র। হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েই অভিযোগ করেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা করানো হচ্ছে। লকেটের অভিযোগ সাত বছর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের। আর সেই মেশিনই এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে সিঙ্গুর ও হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে। রবিবার সকালে সেই নথি হাতে নিয়ে সিঙ্গুর হাসপাতালে যান বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন। এবং আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন যে মেয়াদ উত্তীর্ণ, তা নিয়েও সাধারণ মানুষকে জানান। কর্তব্যরত চিকিৎসকদেরও নথি দেখিয়ে প্রশ্ন করেন লকেট। এক মহিলা চিকিসককে লকেট বলেন, আপনারা এতদিন ধরে যেটা করেছেন, যেটা সহ্য করেছেন, সেটা একজন মহিলা হিসাবে করা উচিত হয়নি। চাকরির জন্য আমরা নিজেদের বিবেক বেঁচে দিতে পারি না। লকেটের প্রশ্নের মুখে পড়ে আমতা আমতা করতে দেখা যায় চিকিৎসককে। তিনি বলেন, আমাদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। ডিসিশন তো জেলা থেকে হয়। লকেট পাল্টা বলেন, আপনারা আমাকে কেন জানান নি? হুগলির সাংসদকে জানানোর প্রয়োজন ছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই বলে জানান কর্তব্যরত চিকিসকরা। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে ওই আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ২০২২ সালে তা রিন্যুয়ালের জন্য আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। সেই আবেদনপত্রে সিএমওএইচের সইও আছে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব, তা নিয়েই প্রশ্ন। আরও অভিযোগ, ওই হাসপাতালে টেকনিশিয়ান দিয়ে আলট্রাসনোগ্রাফি করানো হয়। যেখানে PG ডিপ্লোমা চিকিসক USG করবেন। লকেটের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিজনদের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয়। এক কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রেসন্যান্সিতে তো অনেক রকম ক্লিনিক্যাল সায়েন্সে অনেক কিছু বোঝা যায়।

হাওড়া দোকানে দেদার বিকোচ্ছে রাজনৈতিক দলের সিম্বল মিষ্টি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মে ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া সদরে লড়াই এবার ত্রিমুখী। পরস্পরের বিরুদ্ধে ল।ইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল, বিজেপি, বাম-কং জোট যুযুধান সব পক্ষই। এবার হাওড়ায় বিভিন্ন দলীয় প্রতীক আঁকা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সংঃদেশ বিক্রি হচ্ছে শহরের এক প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে। মিষ্টির বাজারে দেদার বিক্রিও হচ্ছে ঘাসফুল, পদ্ম, কাস্তে-হাতুড়ি, হাত আঁকা সেইসব মিষ্টি। তবে মিষ্টি বিক্রির পরিসংখ্যান দেখে ভোটের হাওয়া কোন দিকে তার আভাস এখনই পাওয়া না গেলেও পছন্দের প্রতীক আঁকা মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা। হাওড়া ময়দান বঙ্গবাসীর মোড় সংলগ্ন চিন্তামণি দে রোডের ওই মিষ্টির দোকানে এখন বিভিন্ন দলীয় প্রতীক আঁকা মিষ্টির রমরমা। তা কিনতে রীতিমতো ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারাও। সেই মিষ্টি কেবল রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং সমর্থকেরাই নন, সাধারণ মানুষও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ভোটের বাজারে রীতিমতো আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে প্রসিদ্ধ এই মিষ্টির দোকান। দোকানের কর্ণধার সৈকত পাল বলেন, 'ভালোবাসা ছাড়া কোনও সম্পর্ক হয়না। আর মিষ্টি ছাড়া কোনও রাজনীতি হয়না। রাজনীতির ভিতর যদি মিষ্টত্বই না থাকে তাহলে সেই রাজনীতি মানুষের ভিতর পৌঁছাতে পারেনা। তাই আমরা এই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সিম্বল মিষ্টি তৈরি করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে দলের যিনি সমর্থক তিনি তার পছঃদের মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবেন। তাঁদের পরিবারকে সেই মিষ্টি দেবেন। তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে সেই মিষ্টি বিতরণ করবেন। রাজনীতিতে হিংসা কাম্য নয়। বন্ধুত্বের রাজনীতি হওয়া উচিত। মিষ্টত্বের রাজনীতি হওয়া উচিত। তাই মিষ্টি মুখ করে রাজনীতি করুন এটাই আমাদের বার্তা।'

শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে চলবে এক জোড়া বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন

গুয়াহাটি, ৬ মে ঃ অসমে তৃতীয় তথা অন্তিম দফার লোকসভা নির্বাচন এবং অতিরিক্ত ভি। সামাল দিতে শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে এক জোড়া বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি গুয়াহাটি ও ধুব।রি মধ্যে তিন ট্রিপের জন্য আরও এক জোড়া বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনএফ রেলওয়ে। আগামীকাল মঙ্গলবার রাজ্য তৃতীয় তথা শেষ দফায় চারটি সংসদীয় আসন যথাক্রমে গুয়াহাটি, বরপেটা, কোকরাঝা। এবং ধুব।ি কেঃদ্রের ভোট। আগামীকাল অনুষ্ঠেয় লোকসভা আসনের যে সকল ভোটার বাইরে রয়েছেন, তাঁরা যাতে নিজ নিজ কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ফের সন্দেশখালিতে শাহজাহান-ডেরায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মে ঃ ফের সন্দেশখালিতে গেল সিবিআইয়ের একটি দল। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির তিন সদস্যের একটি দল ন্যাজাট থানার অন্তর্গত শিরিষতলা এলাকায় দীনু মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যায়। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি শাহজাহান শেখ এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ তুলেছিলেন। সোমবার দীনুর বাড়িতে গিয়ে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন সদস্যরা। পরে দীনুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জমিও ঘুরে দেখেন সিবিআই আধিকারিকেরা। বসিরহাটে জমি দখল সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্ত করছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, দীনু ইমেল মারফত তাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার পরেই ওই ব্যক্তির বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। সোমবার সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। গত ১০ এপ্রিল কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, সন্দেশখালির নারী নির্যাতন ও জমি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। অভিযোগ জানাতে অনলাইন পোর্টাল খুলতে বলা হয়। সেই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়, সন্দেশখালির নিগৃহীতেরা কী ভাবে সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ জানাবেন, তা সন্দেশখালি জুড়ে প্রচার করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু বালিকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মে ঃ দিদির বা।বে।তে এসে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো এক বালিকার। হাওড়ার ডোমজুড়ের বানিয়ারা এলাকায় সোমবার দুপুরের ঘটনা। মৃতার নাম নন্দিনী সরদার(১১)। ডোমজুড়ের কোরলার বাসিন্দা। দিদির বাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় সে। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হয়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের গাড়ি। পুকুরে জেলে নামানো হয়। এরপর জাল ফেলে পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয়। আনা হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। তাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জয়নগরে উদ্ধার চারটি চোরাই মোটরবাইক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৬ মে ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় উদ্ধার চারটি চোরাই মোটর বাইক। ধৃত দুই জনকে পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে সোমবার।বেশ কিছু দিন ধরে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটর বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল জয়নগর থানায়। মূলত রাস্তার পাশে থাকা বিভিন্ন মোটরবাইক মূহুর্তের মধ্যে চুরি হয়ে যাচ্ছিল।আর সেই চুরির তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেম টিম গোপন সূত্রে খবরের গুরুত্ব দিয়ে রবিবার জয়নগর থানার খাকুড়দহ থেকে মহন্মদ নাসির নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে।ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়।আর তাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞেসাবাদ করে বারুইপুর থানার পূর্ব পাঁচগাছিয়ার বাড়ি থেকে আবদুল হাকিম মোল্লা নামে অপর আর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।আর ধৃতদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া চারটি মোটরবাইক। ধৃতদেরকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।তাদের জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে এই চুরির সাথে কতজন আছে। আর আরও চোরাই মোটরবাইক কোথায় আছে।

ঘুসুড়িতে জুটমিলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মে ঃ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ হাওড়ার ঘুসুড়ির তিরুপতি জুটমিলে আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। পার্শ্ববর্তী একটি পুকুর থাকায় পাম্পের সাহায্য জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন দমকল কর্মীরা। প্রায় ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় ওই জুটমিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৪ বৈশাখ, ১৪৩১

চিনকে হুঁশিয়ারি

সম্পাদকীয়

কিছুটা অভূতপূর্বভাবেই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে চিনের দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। চিনের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছে। চিনের আগ্রাসী নীতির সমালোচন করতে শুরু করেছে আমেরিকা। এখনই চিনের দিকে তাক না করে কথা বললে জো বাইডেনের পক্ষে গদি সামলানো খুবই কঠিন। জাপানে কোয়াড বৈঠক হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত। সেই বৈঠকে থেকে চিনা বিরোধী কোনও স্লোগান দিতে পারেনি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তারা প্রতিবাদ করলেও আলোচনাকে সমানে রেখে কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে সেই সময়ে আমেরিকা সরাসরি চিনের বিরোধী হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে কোনও রাখঢাক না করে। ভারতের সঙ্গে চিনের বিরোধ একটি মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে সীমান্ত বিরোধী। চিন চাইছে না ভারত তাইওয়ানের সঙ্গে কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করুক। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তাইওয়ান চিনের অংশ। আমেরিকা সেটা মানে না। তারা তাইওয়ানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতও তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক তৈরি করেছে। ফলে চিন ভারতের উপরে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে লাদাখের বেশ কিছু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছে এবং চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। চিন সেই কারণে অরুণাচল প্রদেশের বহু স্থানের নাম পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে নাম পরিবর্তন করলেই চিনের অংশ অরুণাচল প্রদেশ তাদের হয়ে গেল তা ভাববার কোনও কারণ নেই। ভারত যদি আমেরিকা বা বেজিং এর নাম পরিবর্তন করতে শুরু করে তাহলে কি আমেরিকা এবং বেজিং ভারত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও তথ্য বা মানচিত্র জমা দেওয়া রয়েছে তাকে খতিয় দেখতে হবে এবং মর্যাদা দিতে হবে। এদিকে চিন বলতে শুরু করেছে যে ভারত জোর করে হিমালয় সীমান্ত এলাকাগুলি দখলে রেখেছে। ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আজ না হোক কাল চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে ভারতকে সেটা নিয়ে ভারতকে আমেরিকা সতর্ক করে দিয়েছে। এদিকে জো বাইডেন সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সহযোগিতা পাওয়ার নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব। তিনি চিনের নাম করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে চিন কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্রের বন্ধু নয়। চিনের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের যেসব গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে সেগুলোর ওপরে কর্তৃত্ব করা। সেটা করতে গিয়ে চিন এখন ভারতের সীমান্ত দখল করে বসে রয়েছে। বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। চিন সেনারা বলেছে সীমান্ত থেকে সারা সরে যাবে। কিন্তু কথা বললেও কাজে তারা তা করছে না। এখনও গালওয়ান উপত্যকা চিন ভারতে যে টুকু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছিল সেখানেই চিন সেনারা রয়েছে। তারা কোনও কথা শুনতে চাইছে না। মালাবার অঞ্চলে ভারত আমেরিকার সেনা মহড়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সেই মালাবার সেনা মহড়া নিয়ে চিন চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। এই মহড়া বড় ধরনের সামরিক মহড়া হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোয়াড বৈঠকের পর চিন নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি ভারত। তার কারণ হচ্ছে ভারত চিনের সঙ্গে বৈঠক করার এবং আলোচনা করার পথটা খুলে রাখার চেষ্টা করছে। এদিকে আমেরিকার পক্ষ থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে চিন কোনও কথাকে বেশি পাত্তা দেবে না। হাজারবার আলোচনা করলেও চিন তাদের সেনা সরাবে না। তারা ভারতের স্থান দখল করে রাখবে। কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পারলে চিন আরও বেশ কয়েকটি এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তাতে ভারতের সীমান্ত এলাকা একেবারে ভেঙে পড়বে। ফলে এখন থেকে ভারতকে চিনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সন্ত্রাসমুক্ত পশ্চিম এশিয়া

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাস মুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়তে ইজরায়েল আহ্বান জানালো। ইজরায়েল আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল গাজা থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মেরে ফেলা হবে। তাদেরকে খতম করে দেওয়া হবে। গাজার নিরপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করবে ইজরায়েল। তার ফলে গাজা এখন ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণ চলবে। এদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাস সন্ত্রাসের হাত থেকে পশ্চিম এশিয়াকে মুক্ত করতে তারা গাজার দিকে স্থল বাহিনী অভিযান শুরু করছে। উত্তর দিকে থাকা প্যালেস্টাইনদের দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিকে হামাস প্যালেস্টাইনদের সরে যেতে নিষেধ করছে। কিন্তু ইজরায়েল হামলার ভয়ে বহু সাধারণ নাগরিকেরা উত্তর গাজা ত্যাগ করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের সেনা বাহিনী প্রবেশ করেছে। খুব ধীর গতিতে তারা গাজার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। লুকিয়ে থাকা হামাস সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল গোয়েন্দারা। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছে প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ সরে গেলে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এদিকে ইজরায়েল ভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে লেবাননের সক্রিয় মৌলবাদী সংগঠন হিজিবোল্লা ও তাদের মিত্র দেশ ইরান যুদ্ধ প্রস্তুত নিতে শুরু করেছে। যদিও ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা কাউকে ভয় পায় না। ইজরায়েল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার থেকে একচুলও পিছু হটবে না। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে হামাস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে। তারা যেন অতি দ্রুত ইজরায়েল সেনাদের হাতে সাদা পতাকা তুলে হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমপর্ণন করে। গাজায় পানীয় জল, খাদ্য এবং জ্বালানি অভাব দেখা দিয়েছে। রেড ক্রস থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের আশ্রয় শিবিরে বহু গাজা বাসিন্দারা আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েল তিন লক্ষ সেনা মজুত করেছে গাজা সীমান্তে। হামাস জঙ্গির তল্লাসির কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকজন হামাস সন্ত্রাসবাদীদের ধরে হত্যা করেছে ইজরায়েলের সেনা বিভাগ। এদিকে গাজা ভূখণ্ডে লুকিয়ে থাকা হামাসদের খুঁজে বের করতে ইজরায়েল গোয়েন্দা বাহিনী সক্রিয় হয়েছে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন গাজায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এদিকে প্যালেস্টাইনদের পক্ষে আমেরিকার ছাত্র সমাজ উত্তাল। আমেরিকাতে ইহুদি বসবাসকারীদের নিরাপত্তা দিতে শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। বহু ইহুদিরা মনে করছে তাদের জীবন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে। সেই কারণে আমেরিকার প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে ইহুদি বসবাসীরা যেন কোথাও যাওয়ার আগে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সারা আমেরিকার ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। স্বামীজিকে সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

স্বামীজির আদর্শে নয়া বাংলা গড়তে নিবেদিতার আবির্ভাব

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের ভাগ্যাকাশে ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে রেখে গিয়েছিলেন, 'ওরা সব কলমির দল, ওরা এখানকার, ওদের ওখানে আসতেই হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক নারী শক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যিনি দেশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। উৎসাহিত করবেন। পেয়ে গেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে। ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।' তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা-'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।' স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে রাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে ভারতেরপ্রতি তাঁর আকর্ষন তীব্র হতে শুরু করে। নারীর জাগরণ শক্তি দিয়ে রাধীন ভারতবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন মার্গারেট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেতে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজির ও ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি। স্বামীজি তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলেন বিভেদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজকে জাগরিত করতে তিনি সক্ষম হবেন কিনা। অকুতোভয় মার্গারেট তাঁর জীবন শক্তি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং শক্তিযোগের সমন্বয়ে তিনি আজীবন ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ ছিল মার্গারেটের। সেখান থেকে তিনি সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। নিজে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল স্থাপন করলেন উইম্বলডনে। নাম দিলেন 'দ্য কিংসলে স্কুল'। শিক্ষাকে জীবন উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। মার্গারেট যখন কলকাতায় এলেন তখন স্বামীজির ছয়জন বিদেশি শিষ্যশিষ্যা ছিলেন। তাঁদের নাম ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মার্গারেট। প্রত্যেকেই বিপুল শক্তির অধিকারী। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন। আবার এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয়কারিনী ছিলেন মার্গারেট। তিনি

একাদিকে যেমন বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতকে স্বাধীন করার কাজে আবার তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসাহিত দিতেন উন্নততর বিজ্ঞান সাধনায়। বাগবাজারে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার প্রসারের দিকে অগ্রসর হলেন। আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়, জীবন সর্বস্ব ধর্মও প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ এর ব্যবহারিক জীবন ধর্ম দর্শনকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন যা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সূচনা করে গিয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবন দর্শন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। বিজ্ঞান জীবন ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী মূল স্তম্ভ। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব গোটা ইংল্যাণ্ডবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করে আন্তর্জাকিতায় রূপ দিয়েছিল। ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞান চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এটা ছাড়া ভারতবাসীর কোনও মুক্তি নেই তা বুঝতে পেরেছিলেন মার্গারেট। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বহু লেখা তিনি সম্পাদনা এবং প্রণয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'লিভিং অ্যাণ্ড নন-লিভিং', 'প্লান্ট রেসপন্স', 'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি', 'ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্ট' এবং রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র এর প্রকাশিত গবেষণাপত্র সবকটিই প্রবন্ধই মার্গারেট সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী বলেই ইউরোপে তাঁর বহু তত্বকে একেবারে হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব বিখ্যাত অত্যন্ত শক্তিশালী বিজ্ঞান কর্মকে অবহেলা করে দেওয়ার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী যেন ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ না হন। তাঁদেরকে অতিক্রম না করতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস যে ধরনের বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁর কাছে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁকে পেতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই নোবেল পুরস্কার নিয়ে ফেলেছিলেন ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান মানসিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ বসু যাতে সেই সময়ে ভেঙে না পড়েন তার জন্য নিবেদিতা সব সময়ে তাঁকে আগলে রেখে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি জাতির গৌরব বলে মনে করতেন। বেতার তরঙ্গের আবিস্কারকর্তা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু সেটাও তিনি প্রচার করতেন। ১৯০২ সালে বাঁকিপুরে হিন্দু স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্বর্ধনায় তরুণদের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কথা বললেন। সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের খুব প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা তাঁর মনের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। লোকমাতা নিবেদিতা রূপে মার্গারেট যখন শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করতে শুরু করলেন তখন কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। ব্রাহ্ম ধর্মের মেয়েরাও পর্যন্ত শিক্ষিত যেটা চাইছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি না হলে কিন্তু ভারত জাগ্রত হবে না বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার দরকার রয়েছে। বিজ্ঞানই পারে ধর্মীয় অন্ধকারকে দূর করে দিতে। মানবসেবা বহির্ভূত ধর্ম ভারতবাসীকে একেবারে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বেলুড় মঠ তৈরি করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটালেন, ভগিনী নিবেদিতা পরিচিত জনের মধ্যে বিজ্ঞান চেতানার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করতে শুরু করলেন। ভগিনী নিবেদিতার বিজ্ঞান উৎসাহের উৎকৃষ্ট ফসল হলো কলকাতার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনে ভারতে নতুন বিজ্ঞানী সৃষ্টির পথ তৈরি করে দিয়ে গেলেন। কলকাতায় এসে যখন সমাজের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তখন তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শুনতে পান। বহু প্রতিভার অধিকারী জগদীশ চন্দ্র বসু তখন দিশাহারা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর করুণ অবস্থার সময়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নিবেদিতা এবং সারাবুল। কালা আদমি বিজ্ঞানী বলেই জগদীশ চন্দ্র বসু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিয়েও সাদা চামড়ার কর্মীদের চেয়ে কম বেতন পেতেন। চাকরিতে যোগদান করলেও তিনি বেতন গ্রহণ করতেন না। আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তবে ভগিনী নিবেদিতা এবং সারা বুল জগদীশ চন্দ্রকে মানসিক উৎসাহ দিতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বিজ্ঞানী সংগ্রাম করার রশদ পেয়েছিলেন নিবেদিতা এবং সারাবুলের কাছ থেকে। প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে পেপার জমা করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র। নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন বটে। কিন্তু ইউরোপের সাদা চামড়ার বিজ্ঞানীরা তাঁকে তূর্যক মন্তব্য করতে ছাড়তেন না। বহুবার তিনি বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন। রাস্তায় যেতে যেতে 'হিদেন' বলে প্রতিহত হতে থাকেন। জগদীশচন্দ্র দশ বছরের বড় ছিলেন বটে। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে পুত্রের মতো স্নেহ দান করতেন। শিশুর মতো আগলে রেখেছিলেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র বসুকে 'বোস-ওয়ার' বলে সম্বোধন করতেন সমর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন নিবেদিতা। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। থেমে থাকলে বা পিছিয়ে গেলে চলবে না। হেরে গিয়ে বসে থাকলে হবে না। হারার মধ্যে দিয়ে জেতার পথ তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিজ্ঞান মহলে রাধীন দেশের মানকে রক্ষা করতে হবে। রয়্যাল সোসাইটিতে পেপার পড়ার পর জগদীশচন্দ্রের অপারশেন শুরু হয়। অপারেশনের পর নিবেদিতার নিজস্ব বাড়ি উইম্বলডনের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর মা মেরি নোবেল অসুস্থ জগদীশচন্দ্রের জন্য ঘর ছেড়ে দেন। স্ত্রী অবলা বসু এবং নিবেদিতা পালা করে বিজ্ঞানীর সেবা চর্চা করতেন। ১৯০২-১৯০৭ সাল পর্যন্ত যতগুলো জগদীশ চন্দ্রের বিখ্যাত বই প্রকাশ পেয়েছে তার পুরো সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা। তবে কবিগুরুর অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভগিনী নিবেদিতা বহুবার জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে কবিগুরুকে জানিয়েছেন। এমনকী আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন কবিগুরুর কাছে। কবিগুরু সেই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা জগদীশচন্দ্রকে পাঠান। কবিগুরু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এর গবেষণার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বিজ্ঞানীকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে সারাবুল জগদীশ চন্দ্রের মা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও সারাবুলকে মা বলে সম্বোধন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। মা সারাবুল এবং সন্তান জগদীশচন্দ্রে মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো। মাতাপুত্রের ভালবাসার উচ্চাদর্শে বিকশিত হয়ে উঠল 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশ বসুর দেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে। সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন এই বিজ্ঞানীকে দিয়েই গড়ে তুলতে হবে উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান গবেষণাগার যেখানে ভবিষ্যতে ভারতের ছাত্রছাত্রীরা অবাধে বিজ্ঞান সাধনার করার সুযোগ পায়। নোবেল পুরস্কার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল জগদীশচন্দ্রে মার্কনির সুকৌশলে। মানসিকভাবে যাতে ভেঙে না পড়েন তার জন্য মা সারা বুল তাঁকে কুড়ি হাজার ডলার দেন এবং বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী হিসাবে সম্বোধন করেন মা সারা বুল পুত্রকে। ভগিনী নিবেদিতা প্রথম জীবনে মাতা মেরির ভক্ত ছিলেন। মাতা মেরি কোলে যেরূপ সন্তান স্নেহ পেয়ে থাকেন ঠিক সেই রকম প্রীতির সেতু রচনা করে দিলেন সারা বুল এবং জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে। স্নেহ ভালবাসার বন্ধন তৈরি করে দিলেন। যার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম বসু বিজ্ঞান মন্দির যা আজকে শতবর্ষ পূর্ণ করলো। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত চার কিস্তিতে টাকা দিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জমি ক্রয় করা হয়। ১৯১০ সালে ১৪ জুলাই সারা বুল আবার পুত্রকে কুড়ি হাজার ডলার দিয়ে গেলেন। নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের বুকে তার দূর করে দিলেন মাতা সারা বুল। ১৯১১ সালে ১৮ জানুয়ারি সারা বুলের দেহাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন। তিন বছর বাদে সারা বুলের প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ দিয়ে যান ভাই জোসেফ গিলবার্ট থর্প। এই অর্থ দিয়ে তৈরি হয় বোস ইন্সটিটিউটের 'মাতৃমন্দির' এবং গবেষণাগার। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের প্রচার শুরু করেছিলেন রামকৃষ্ণদেব এবং তাকে সার্থক রূপ দান করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সংস্কারমুখী হিন্দু ধর্ম প্রচারের নেপথ্য উৎসাহদাত্রী ছিলেন রানী রাসমনি। ঠিক তেমনি কলকাতায় বোস ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশচন্দ্র বোসকে উৎসাহ দিয়েছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির কথা

কৌশিক দাস

কাদম্বরীদেবী মারা যাওয়ার পর স্বজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তাঁকে ভালোবাসি...'

১৯০৮ সালের মে মাস! এক উনষাট বছরের পুরুষ ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় আনমনে লিখে রাখছেন কিছু শব্দের কোলাজ-

'আজ আমার জন্মদিন-৫৯ বৎসরে পদার্পণ করলুম-মেজো বৌঠানের কাছে ধুতি-চাদর-রুমাল ও পাঞ্জাবী পেলাম-মেজদাদা একটা বই দিয়েছেন-বৈকালে কোলদের নাচ হল পানিবাবু-নরেন ডাক্তার এসেছিলেন-'

জন্মদিনে এইটুকু পাওয়া? এইটুকু মাত্র স্বীকৃতি হয়তো প্রাপ্য ছিল না মানুষটার। ওই ডায়েরির পাতা থেকে জানা যায়, ডায়েরি লেখকের লেখা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকটিও নাকি অভিনয় করা হয়েছিল সেদিন। অনেকেই এইবার অনুমান করে নিয়েছেন, কার কথা বলছি। এই উদাসী শব্দগুলি যিনি লিখেছিলেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অত্যন্ত প্রতিভাবান এক সদস্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা সুন্দরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৮৪৯ সালের ৪ মে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। রূপে, গুণে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় সেই আমলের প্রতিভাবান তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিকে নাটক লিখছেন, অন্যদিকে অনুবাদ করছেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। 'সরোজিনী', 'অলীকবাবু'-এই নাটক দুটি অত্যন্ত সাড়া ফেলেছিল তখনকার নাট্যমহলে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে অদ্ভুতনাট্যের ধারা তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। গান লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, জমিদারি পরিচালনা করেছেন, স্বদেশি স্টিমারের প্রচলন করেছেন। ঠাকুরবাড়ির হিন্দুমেলা, স্বদেশী সভা, ভারতী পত্রিকা, তাঁতের কাপড় কল প্রতিষ্ঠা, শিকার ও বন্দুক চালনা শেখানো, সর্বজনীন পোশাকের প্রচলন-সব তাঁর উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। সেতার, পিয়ানো, ভায়োলিন, হারমোনিয়াম বাজাতেন অনায়াসে। বীণাবাদিনী নামে একটি সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে রোটেনস্টাইন মুগ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা অনেক ছবি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। লালন ফকিরের একমাত্র ছবিটি তাঁরই আঁকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীলচাষ করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন একসময়। খুলনা ও বরিশালের ভিতর দিয়ে স্টিমার চলার প্রয়োজনে স্টিমারের শেল কিনেছিলেন তিনি। পরে তা ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করে জাহাজ চালু করেন সরোজিনী নামে। তারপর ফ্লোটিলা নামের ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ভাগ্যের পরিহাসে এই জাহাজের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিভাবান এই যুবক নিজের অজান্তে আরো একটি কাজ করে গিয়েছেন। একটি কিশোর ছেলেকে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে গিয়েছেন। সেই কিশোর ছেলেটি একদিন বিশ্বকবি হবেন। জগৎ জোড়া তাঁর নাম! সেদিনের কিশোর রবি তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের শেষে পৌঁছেও জ্যোতিদাদার কথা বলবেন বারবার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল নিজের মতো করে। একটা সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম নির্ভরতার জায়গা। একথা কোনোদিন অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী শ্যামলালের মেয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর তখন অনেক আশা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে। কর্মচারীর মেয়ে কাদম্বরীকে কোনোদিনই সুনজরে দেখতে পারেননি তাঁরা। নিজেদের অসন্তোষও তাঁরা যথেষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। অথচ এই কাদম্বরীকে কেন্দ্র করেই জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদে জন্ম নিল 'নন্দন কানন'! একসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় কাদম্বরী ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। কাদম্বরীকে পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সেই সময়। ঘরোয়া পরিবেশে শুরু হল সাহিত্যচর্চা। কখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সস্ত্রীক চলে যেতেন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে, মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাঁর প্রিয় দুটি মানুষের সঙ্গে। খোলা আকাশ, তিনটি উদার শিল্পী মন, তরুণ বয়স, অপার মুগ্ধতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন তখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। 'জীবনস্মৃতি'তে স্মৃতিচারণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো মুহূর্তগুলির। ঠিক যেন ল রূপকথা! কিন্তু, জীবন বড়ো নিষ্ঠুর। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনটা রূপকথা হতে গিয়েও হল না। কাদম্বরীর একাকিত্ব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদাসীনতা, ভাগ্য বিপর্যয়, সন্তানহীনতা, জীবনের ব্যস্ততা একে একে দুর্ভাগ্যের দূত হয়ে এল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো অমন নাট্যকার যেন গিরিশ ঘোষকে নিজের আসন ছেড়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন, 'নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।' ব্যবসায় ভরাডুবি আর স্ত্রীর আত্মহত্যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল। কাদম্বরী যখন মারা যান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। অথচ সারাজীবন অন্য কোনো নারী আসেনি তাঁর জীবনে। স্বজনদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিলেন, 'তাঁকে ভালোবাসি।' শুধুই অনুশোচনা? নাকি পথ ভুলে যাওয়া ভালোবাসার স্বীকৃতি? একরকম স্বেচ্ছা নির্বাসনই নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কাজ পাগল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সময়টা কাটে রাঁচিতে, মোরাদাবাদ পাহাড়ে, শান্তিধামে। বিলাসী এই মানুষটির গৃহসজ্জা বলতে ছিল একটিমাত্র ছবি নিজের হাতে আঁকা কাদম্বরী দেবীর পেনসিল স্কেচ। এই নির্বান্ধব পুরীতে জীবনের প্রিয় মানুষের ছবি বলে দেয় অনেক না বলা কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেদনার ইতিহাস বড়ো কম নয়! প্রিয় রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। অথচ কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনে এই আদর্শের উচ্চতা থেকে তাঁকে যে নামিয়ে দিয়েছিল-একথা বুঝতেন তিনি। এই বেদনা বুকে নিয়েই তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী কাদম্বরীর মৃত্যুর পর 'সাধের আসন' কাব্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রীতিমত আক্রমণ করেছিলেন কবিতার ভাষায়। রবীন্দ্রনাথও কি দায়ী করেননি তাঁকে? আর তিনি নিজে? হয়তো জীবনের এই পরিহাস তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল। জীবন তাঁকে যা যা দিয়েছে, সব কেড়ে নিয়েছে এক এক করে। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনীর পরিবারের অংশ হয়ে, নিজের হঠাৎ থেমে যাওয়া জীবনের গতি ছাড়াও নিজের প্রকাশহীন শিল্পচর্চার গল্পই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের ট্র্যাজেডি। ১৯০৮ সালে লেখা জোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী থেকে তাঁর জীবনের ঘটনা জানা যায়। কিন্তু তাঁর ব্যথার কাহিনি কেউ লেখেনি। সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথের প্রতি জীবনের শেষবেলাকার সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। হয়তো ঠাকুরবাড়ির এই বালকটিকে ফেলে আসা জীবনের অপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির এই প্রতিভা পূর্ণ সিদ্ধি পেল না এক জীবনে। এক সময়ের উজ্জ্বল বহ্নিশিখার দীপ নিভে যাওয়ার গল্পটি সত্যি বড়ো বেদনার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তাঁর শাপমুক্তি ঘটেছিল।

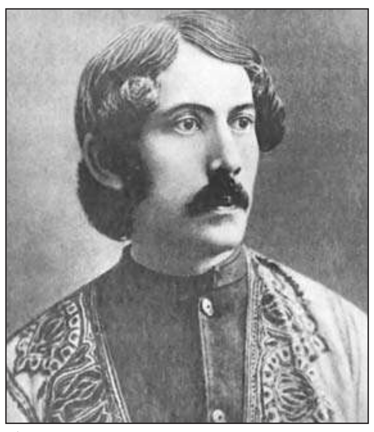

পুনরায় বন্ধ হয়ে সিকিমগামী লাইফ লাইন এনএইচ ১০, বিকল্প ব্যবস্থা জানাল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ মে ঃ পুনরায় বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকছে টানা ৭২ ঘণ্টা। কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬ মে সোমবার সকাল ৬টা থেকে ৯ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত এই পথে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ওই সময় শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং সিকিমের মধ্যে যান চলাচল করবে সেবক-লাভা- গোরুবাথান-আলগাড়া হয়ে। মাটি -পাথর সরিয়ে মেরামতির জন্য রাস্তা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সড়ক বন্ধ হলেও পর্যটক এবং স্থানীয় যোগাযোগের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রেখেছে প্রশাসন। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং সিকিমের মধ্যে যান চলাচল করবে সেবক, লাভা, গোরুবাথান, আলগাড়া হয়ে। একাধিক বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭২ ঘণ্টার জন্য রংপু থেকে শিলিগুড়িগামী গাড়িগুলি মুনসোং, ১৭ মাইল, আলগাড়া, লাভা, গোরুবাথান হয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে এই রুটে কোনও বড় যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। এছাড়া ছোট যানবাহনগুলি কালিম্পংয়ের চিতরে থেকে আলগাড়া, লাভা, গোরুবাথান হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যেতে পারবে। পালটা শিলিগুড়ি থেকে এই পথ ধরেই আসতে পারে গাড়ি। পণ্য পরিবাহী যানগুলিকে চিতরে, কালিম্পং শহর থেকে আলগাড়া, লাভা, গোরুবাথান হয়ে শিলিগুড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উলটো পথেও এই রুটে যান চলাচল করা যাবে রাত ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। পণ্যবাহী যানবাহন এবং ছোট গাড়িগুলিকে রেশি, পেডং, আলগাড়া, লাভা, গোরুবাথান থেকে শিলিগুড়ি পাঠানো হচ্ছে। এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণ্য টি জানান, এর আগেও বেশ কয়েক দফায় জাতীয় সড়ককে সারিয়ে তোলার কাজ চলেছে। তবে এটাই বেশি সময় ধরে বন্ধ করে শেষ কাজ খুব সম্ভবত । পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন যে বড় বড় গর্ত থাকছে সেগুলোকে ভরাট করে রাস্তার কাজ চালাচ্ছে পূর্ত দফতর। আমরা আশা করছি আগামীতে আর দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে না জাতীয় সড়ক। তবে একাধিক রুট দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। ৯ তারিখ সকাল থেকেই ফের এই রাস্তা খুলে দেওয়া হবে। বর্ষার আগে এই রাস্তা গড়ে তোলা বড় কাজ।

তৃতীয় দফায় ১৪৩ কোম্পানি আধাসেনার ঘেরাটোপে ভোটগ্রহণ মালদার ২ আসনে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মে ঃ তৃতীয় দফার ভোটে ভোটগ্রহণ রয়েছে মালদার দুই লোকসভা কেন্দ্র, মালদা উত্তর ও মালদা দক্ষিণে। ভোট উপলক্ষ্যে ১৪৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মালদা জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৩৩ জন। পুরুষ ভোটার ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬১২ জন। মহিলা ভোটার ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫৬ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৯৫ জন। জেলায় দুটি ডিসিআর সেন্টার। উত্তর মালদা কেন্দ্রের ডিসিআর সেন্টার করা হয়েছে মালদা কলেজে এবং দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের ডিসিআর সেন্টার করা হয়েছে মালদা পলিটেকনিক কলেজে। উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্র। মোট বুথের সংখ্যা ৩৭৮৬ টি। দুটি কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা প্রায় ৬০ টি। মালদা জেলা স্কুল, বালো বালিকা বিদ্যালয় সহ একাধিক স্কুলকে মডেল বুথ করা হয়েছে। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র । সেটি হল ইংরেজবাজার, মানিকচক, সুজাপুর, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ । এই ফারাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। এই সাতটি বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮২৬ । পুরুষ ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৪৩ । মহিলা ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৪৫। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৪৮ জন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৭৫৯। এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনেই পড়ে ইংরেজবাজার পুরসভা। আর এই পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডে রয়েছে রেকর্ড মোট ২১৫ টি বুথ। ওদিকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট সাতটি বিধানসভার মধ্যে রয়েছে- পুরাতন মালদা, হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, রতুয়া, মালতিপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর । এই সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৬ । তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৫৫ জন । পুরুষ ভোট রয়েছে ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৩ । মহিলা ভোটার রয়েছে ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৭২৮ জন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা পুরসভাটি শহরকেন্দ্রিক। এই পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডে মোট ৬১ টি বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৮১২ টি। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রায় ৬০ টি মহিলা পরিচালিত ভোট কেন্দ্রেও রাখা হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

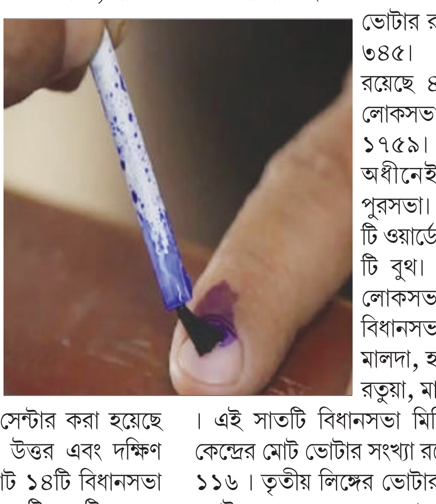

বাবা দিনমজুর, মা অন্য বাড়িতে রান্না করেন! ছেলের ঈর্ষণীয় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বড় সাফল্য অর্জন করল তমাল দে। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা কলোনি-সংলগ্ন জালাদিপাড়া এলাকায় বাড়ি তমালের। ছোটো থেকেই তার জীবনটা বড্ড অভাবের। বাবা বিজন দে দিনমজুরের কাজ করেন, মা বাড়ি-বাড়ি রান্না করেন। অতি সামান্য আয়। কোনোক্রমে চলে সংসার। তবুও ছেলের শিক্ষায় কোনো খামতি রাখতে চায়নি তমালের পরিবার। জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এই তমালের হাতেই এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। মাধ্যমিকে ৬২৬ পেয়ে দিনমজুরের পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। তবুও আর্থিক অনটন উচ্চশিক্ষায় আরও বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করছেন তমালের মা। ভবিষ্যতে তমালের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা। তমালের দিদির বক্তব্য, পরিশ্রমের ফল পেয়েছে ভাই। সব মিলিয়ে পরিশ্রম এবং ইচ্ছে থাকলে যে সাফল্য পাওয়া যায়, সেটাই ফের প্রমাণিত হল আরও এক দিনমজুরের ঈর্ষণীয় সাফল্যের মধ্যে। সেই রকমই এক অন্য লড়াইয়ের গল্পে জড়িয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের সুদীপা মুর্মুর নাম! তার মা- বাবা দুজনেই নিরক্ষর। তবে পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া সুদীপা এ বারের মাধ্যমিকে ৬০২ নম্বর পেয়ে নজির গড়েছে। তার স্বপ্ন, সে চিকিৎসক হবে। তার সাফল্যে উজ্জ্বল এলাকার মুখ, খুশি স্থানীয় মানুষজন। আগামীদিনে সুদীপা চিকিৎসক হতে চায়। দিনমজুরির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান সুদীপার বাবা সুধীর মুর্মু। অভাব সুদীপার পরিবারে নিত্যসঙ্গী। দিন-আনা-দিন-খাওয়া পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন থেকে সরেনি সে। যদিও এখনও সে জানে না, তার সেই ইচ্ছে পূরণ হবে কি না! কিন্তু লড়াইটা সে থামায়নি। আর্থিক অনটন তার নিত্যসঙ্গী হলেও থেমে থাকেনি সে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসে রীতিমতো সফল হয়েছে! পতিরাম থানার বটুন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দাশুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা মাদারগঞ্জ গ্রামের সুদীপা মুর্মু তার পাড়ায় প্রথম ছাত্রী, যার রেজাল্ট দেখে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। খুশি তার পরিবার, তার বাবা-মা। কুমারগঞ্জ ব্লকের মাদারগঞ্জের এই এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত। এখনও অনুন্নয়নের ছাপ সেখানে। এলাকায় হয়নি আবাস যোজনার ঘর কিংবা পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাও। এখনও মাটির বাড়িতেই বসবাস সুদীপাদের। বর্ষাকালে চরম কষ্টের মধ্যে দিয়েই দিনযাপন করতে হয় তাঁদের বলে জানিয়েছে সুদীপার পরিবার। শুধু পড়াশোনা নয়, পাশাপাশি মাকে সাহায্য করতে সংসারের খুঁটিনাটি কাজও করতে হয় সুদীপাকে। কখনও মাঠ থেকে গরু-ছাগল নিয়ে আসা, কখনও ধান ভেজানো কখনোবা বাবাকে মাঠে গিয়ে খাবার দিয়ে আসা-- কত কাজ যে তাকে করতে হয় নিয়মিত! কিন্তু তার মধ্যেই এল সাফল্য।

কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল হাঁসখালি থানার পুলিস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ মে ঃ বাংলাদেশে দুই ব্যক্তিকে খুন করে ভারতে পালিয়ে এসে শেষ রক্ষা হলো না। বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে লুকিয়ে থাকা কুখ্যাত এক বাংলাদেশি দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করল হাঁসখালি থানার পুলিস। ঘটনায় ওই দুস্কৃতীকে বেআইনি ভাবে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো হাঁসখালি থানার পুলিস। রবিবার রাতে হাঁসখালি থানার পুলিস খবর পায় ওমরপুর এলাকায় বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে লুকিয়ে আছে এক বাংলাদেশি দুস্কৃতী। আর এর পরই হাঁসখালি থানার ওসি প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ওমরপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, ধৃত ওই বাংলাদেশি দুস্কৃতীর নাম তরিকুল দফাদার। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে খুন ধর্ষণ ডাকাতি সহ একাধিক অপরাধ মূলককাজের অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশে ওই দুস্কৃতির বিরুদ্ধে দেখলেই গুলি চালানোর অর্ডার রয়েছে। আর সেই কারণেই আত্মগোপন করতে সে অবৈধ ভাবে ভারতে এসে আত্মগোপন করেছিল। রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে রানাঘাট মহকুমা আদালত ৬ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুনরায় সোমবার তাদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিস সূত্রে খবর ধৃত বাংলাদেশি যুবক তারিফুল ইসলামের বাড়ি বাঘাডাঙ্গা মহেশচন্দ্রপুর থানার ঝিনাইদহ গ্রামে।

অনলাইন বেটিং অ্যাপে জুয়া খেলার অভিযোগে গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ অনলাইন বেটিং অ্যাপ এর মাধ্যমে জুয়া খেলার অভিযোগে মাটিগাড়ার ভাঙ্গাপুল এলাকা থেকে গ্রেফতার পাঁচ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাত্রি আটটা নাগাদ মাটিগাড়ার ভাঙ্গাপুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জুয়ার আসরে হানা দেয় মাটিগাড়া থানার পুলিশ আর তাতেই মেলে সাফল্য। ঘটনাস্থল থেকেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা হল সুব্রত সাহা বয়স (৩৬), কঙ্কন মজুমদার এবং নিতাই দে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা, সন্তু দাস প্রধান নগরের বাসিন্দা এবং দিলীপ সাহা শিলিগুড়ির ডাঙ্গীপাড়ার বাসিন্দা। জুতোদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং ১১৬২০ টাকা নগদ উদ্ধার হয়।

বৃক্ষরোপণের বার্তা দিতে সাইকেলে করে কেদারনাথ যাত্রা শুরু সমীরের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ মে ঃ দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের বার্তা দিতে সাইকেলে করে কেদারনাথ যাত্রা শুরু করলেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের বারকোদালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর এলাকার যুবক সমীর দাস। হরিপুরের বাসিন্দা সমীর দীর্ঘদিন ধরেই কেদারনাথে গিয়ে ভগবান শিবের দর্শন করার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছিল না। একদিকে কেদারনাথের গিয়ে শিবের দর্শন করার স্বপ্ন অন্যদিকে বর্তমান পরিবেশে বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা। দুটো কেই সম্বল করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সমীর দাস। গুগলের সহায়তায় কেদারনাথে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন সমীর। ৩৫ দিনের মধ্যেই ১১৪৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন তিনি। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের কাছে বৃক্ষরোপণের বার্তা ছড়িয়ে দেবেন অন্যদিকে কেদারনাথ থেকে ফেরার সময় বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা সহ অন্যান্য তীর্থস্থানও ঘুরে দেখবেন তিনি। গ্রামের একটি শিব মন্দিরে পূজা দিয়ে শুরু করেছেন সমীরের এই অভিনব যাত্রা। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও সমীরকে উৎসাহিত করতে ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁর যাত্রা শুরুর সময়।

আবারও পানীয় জল সংকটে পড়তে চলেছে শহর শিলিগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ মে ঃ আবারও পানীয় জল সংকটে পড়তে চলেছে শহর শিলিগুড়ি। এক বা দুই দিন নয়, লাগাতার প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন পানীয় জল সংকটে ভুগতে চলেছে শহর শিলিগুড়ি। তেমনই আগাম বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে সিকিমের তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজও মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের তিস্তার বাঁধগুলি। আসন্ন বর্ষায় যেকোনো সময় তিস্তার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে ঘটে যেতে পারে আবারও বিপর্যয়। সেই কারণে বর্ষার আগেই তিস্তার বাঁধ মেরামতের চিন্তাভাবনা শুরু করলো পিএইচই। আর তার জেরেই জল সংকটের মুখে পড়তে চলেছে শহর শিলিগুড়ি। আগামী ১০মে থেকে গজলডোবা তিস্তা ক্যানেলের এই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হবে, তখনই বন্ধ করে দেওয়া হবে তিস্তার জল সরবরাহ। তখন পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হবে মহানন্দা নদীর উপর। সেই কারণে এই কদিন পানীয় জলের সংকটে পড়তে হবে শহরকে তবে কিভাবে শহরবাসীকে জল কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া যায় সেই ভাবনা নিয়ে তড়িঘড়ি সেচ দপ্তর, পিএইচই ও পুরসভা জল বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। বৈঠক শেষে তিনি জানান, আগামী ১০ তারিখ থেকে জল সংকট তৈরি হবে শহর শিলিগুড়িতে। মহানন্দা নদীর জল দিয়ে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা হলেও আপৎকালীন জলের পাউচ প্যাকেট, ছাড়াও বাড়তি জলের ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে।

একটি বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারি কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ একটি বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারি কোম্পানির গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় পাঁচশো এলাকাবাসী। বাসিন্দাদের অভিযোগ রানীনগর শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৮০০-১ হাজার ফুট গভীর থেকে জল তুলছে। ফলে বেলাকোবা পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি কুয়োর, নলকূপের জলস্তর নেমে গেছে। পানীয় জল সহ অন্যান্য কাজে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। এদিন পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবীতে এদিন রানীনগর শিল্পাঞ্চলে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারির কোম্পানির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চায়নি। প্রতিবাদে সরব পঞ্চায়েত প্রধানও। তবে এইবিষয়ে লিখিত আকারে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক দপ্তরে জানানো হয়েছে বলে আন্দোলনকারীরা জানান। ঘটনায় এইচ আর আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি টেলিফোনে জানান, স্মারকলিপি পেয়েছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভোটের ডিউটি করতে এসে পুলিশ কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মে ঃ ভোটের ডিউটি করতে এসে এক পুলিশ কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য সরল মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানায় এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই পুলিশকর্মীর নাম নবীন মুক্তান বয়স আনুমানিক (৪৩) বছর। বাড়ি দার্জিলিং জেলার লামা রোড ওয়ার্ড নাম্বার ২২। সেইখান থেকে মালদার বৈষ্ণব নগর থানা এলাকায় ভোটের ডিউটি করতে এসেছিলেন। হঠাৎই গতকাল রাতে অসুস্থ হয়ে যান ওই পুলিশ কর্মী। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় বেদরাবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে। জরুরী বিভাগে ওই পুলিশ কর্মীকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালনায় তীব্র জল সংকট, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান , ৬ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় তীব্র জল সংকট। কালনা মিউনিসিপ্যালিটির এক নম্বর দু নম্বর ওয়ার্ড সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে মিউনিসিপ্যালিটি জলে সংকট দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটা বাড়িতে হাউস কানেকশন থাকা সত্ত্বেও মিউনিসিপালিটি কলে জল পড়ে না। রাস্তারও বেশ কিছু কল অকেজো হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরে ১০০, ২০০ মিটার দূর থেকে হাতকলে জল তুলে নিয়ে এসে বাড়ির জলের কাজ করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। দীর্ঘদিন মিউনিসিপ্যালিটি কে অভিযোগ জানিয়ে কোনরকম এলাকার পানীয় জলের উন্নতি হয়নি এলাকাবাসীদের দাবি। সাময়িকভাবে মাঝেমধ্যে মিউনিসিপালিটি টাংকিত জল নিয়ে আসে ওয়ার্ডে। এলাকার কাউন্সিলর এর দাবি দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। মিটিংয়ে জলের ট্যাংকি চলে যাওয়ায় পরিষেবায় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। জলের প্রজেক্ট এর কাজগুলো ঠিক মতন না হওয়ায় জলের সমস্যা জানালেন এলাকার কাউন্সিলর সুনীল চৌধুরী।

ডেকরেটরের গোডাউনে আগুন

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ মে ঃ আগুন লাগলো ডেকরেটরের গোডাউনে। রানীগঞ্জের রাজপাড়ায় লাহা ডেকরেটরের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে পুড়ে ছাই হল কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওই গোডাউনের চারপাশে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনার স্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। গোডাউনের চারপাশে পড়ে থাকা দাহ্য বস্তু থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কিভাবে এই আগুন লাগল তা নিয়ে এখনো জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। তবে কিভাবে এই আগুন লাগল তা সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ডেকোরেটর মালিক। গোডাউনের চার পাঁচটি ঘরে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভানোর জন্য ভেঙে ফেলা হয় গোডাউনের বেশ কয়েকটি দেওয়াল।

ফুলবাড়িতে পুকুর ভরাটের অভিযোগ, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ মে ঃ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত ফুলবাড়ির এক নম্বর অঞ্চলের জামুড়াভিটা এলাকায় একটি পুকুর ভরাট ও সৌন্দর্যায়ন করাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। জানা গেছে, জামুড়াভিটা এলাকায় একটি পুকুর রয়েছে। সেখানে ছট পুজো, দুর্গাপুজোর বিসর্জন হয়। অভিযোগ, কিছুদিন ধরে পুকুরটিকে ভরাট করার কাজ হচ্ছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ হন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। তিনি এলাকা পরিদর্শন ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। শিখা চ্যাটার্জির অভিযোগ, পুকুর ভরাট করে কোন সৌন্দর্যায়ন হয় না। এখানে রেস্তোরাঁ সহ বহুতল করা হবে। যেকারনে বড় বড় গর্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে আসেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির আইএনটিটিইউসি'র সুকান্ত করের নেতৃত্বে প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থক এবং উপপধান আনন্দ সিনহা। এরপরই দুপক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। পরবর্তীতে খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূলের পতাকা টাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার বাকচার কোনমাথা বাজার এলাকায় তৃণমূলের পতাকা টাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ বলা হয়, তাদের বহু কর্মী ঘর ছাড়া ছিল। তাদেরকে আজ ফিরিয়ে আনা হয়েছে । আড়াইশো কর্মীকে নিয়ে আজ বাকচা এলাকায় পতাকা টাঙ্গানোর কাজ শুরু হয়েছে। বিজেপির তাদের বাধা দিতে এলে তৃণমূলের তরফ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ৪ জুনের পর তাদের দেখে নেওয়া হবে বলে তৃণমূলের তরফ থেকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির বক্তব্য, ৪ জুনের পর তৃণমূল এই রাজ্যে থাকতে পারবে কি না তাই তাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। এলাকায় পুলিশ টহল অব্যাহত রয়েছে।

নেশার ট্যাবলেট ও কফসিরাপ সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ আবার অভিযান চালিয়ে নেশার ট্যাবলেট ও কফশিরাপ সহ এক ভুটানের নাগরিককে গ্রেফতার করে সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠালো জয়গাঁ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে জয়গাঁ থানার পুলিশ জয়গাঁ ত্রিবেণী টোল এলাকায় অভিযান চালায়, এরপর সেখান থেকেই নেশার ট্যাবলেট ও কফসিরাপ সহ ভুটানের নাগরিক ছিরিং নর্বু (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ভুটানের নাগরিক জয়গাঁর ত্রিবেণী টোল এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। এরপর সেখানেই এদিন রাতে পুলিশ অভিযান চালায় এবং ১৮৭২ পাতা ট্যাবলেট ও ৪২টি কফসিরাপ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে এরিয়া ম্যানেজার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ শুধুমাত্র অনলাইনে টেন্ডারের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত জানতে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি পড়তে হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সি-এসআরসি-এমসিসি-আরওয়াইডি, তারিখ ঃ ০৩.০৫.২০২৪**। **কাজের নাম ঃ** ২ বছর সময়কালের জন্য কোচিং ডিপো সাঁতরাগাছি-তে রিসেপশন ইয়ার্ডে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এরূপ সকল ট্রেনের মেকানাইজড্ কোচ ক্লীনিং। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৬,০৩,৫৫,৪৩৩.০৬ টাকা (জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্য জমাঃ** ৯,৫১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২৭.০৫.২০২৪ বেলা ৩টা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। (PR-111)

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh,Hooghly invites Tender vide **NIT No.-01/Sub/II of 2024-25** for 01(One) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **10.05.2024**. Last date of receiving tender paper-**13.05.2024**.

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
CIN: L17114W131999PLC089148
নিবন্ধিত অফিস ও ফেকটরি ঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৪
ফোনঃ + ৯১ ৩৩ ২৪৮৯ ৩৪৭২, ২৪৬৯ ৭৮২৫
সিটি অফিস ও শেয়ার বিভাগ ঃ ৯ / ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ + ৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩ / ২২৪২ ৯৪৫৪
ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in ইমেলঃ sharedepartment@kesoramtextiles.in
২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যদের পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের (ভিসি) মাধ্যমে ৩১ মে, ২০২৪, শুক্রবার সকাল ১১.০০টায় (1ST) অনুষ্ঠিত হবে। বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("OAVM") এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের সুবিধা।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং ১৩৬ ধারা অনুসারে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ("MCA") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) এর অধীন প্রণীত নিয়ম এবং সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত, কোম্পানিটি প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ সহ AGM-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর সাথে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সেই সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ AGM-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং CDSL www.evotingindia.com-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং SEBI-এর প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, ২০১) বিধি অনুসারে পড়া হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং (SS-২), কোম্পানি তার সদস্যদের ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করতে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, কাটঅফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২৪ মে , ২০২৪, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট প্রয়োগ করার জন্য। ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং-এর নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০২৪ এ (৯.০০ সকাল ১ST) থেকে বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ (৫.০০ বিকাল ১ST) এ শুরু হয়। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সকল সদস্যরা এজিএমের পূর্বে রেজুলেশনের উপর রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে যোগ দিতে/ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে অর্থা শুক্রবার, ২৪ মে, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
এজিএমের আগে এবং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।
প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলি রেজুলেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
অনিল দুবে (C.P. No. ১২৫৮৮), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ই-ভোটিং-এর ফলাফল কোম্পানির দ্বারা এজিএমের সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in, CDSL's-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ হোস্ট করা হবে। এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে জমা দেওয়া হবে।
এজিএমের আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তা প্রয়োজন তারা CDSL-এর সাথে helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় ইমেল বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।
যে সদস্যরা ই-মেইল পাননি বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নয় তাদেরকে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে। যে সদস্যরা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন তারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা RTA -এর সাথে mcssta@rediffmail.com-এ নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করেছেন নিম্নলিখিত (i) সদস্যদের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র। ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর। (ii) শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (উভয় পক্ষের) (iii) এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পেতে এবং ই- ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বা / -
স্থান- কলকাতা
তারিখ - ৬ মে ২০২৪
ভিনম রাতা আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. - **WBPWD/SE/SWEC/NIQ 09/2024-25** Tender ID: 2024_WBPWD_688802_1 Last date of submission of bid :- **13.05.2024 up to 14:30 Hrs** Name Of Work: **AMC of Electrical Works at Govt. General Degree College, Mohanpur, Paschim Medinipur - Day to day maintenance of Electrical installations and Annual Comprehensive Maintenance of Split AC machine.** & Notice Inviting e-Quotation No. - **WBPWD/SE/SWEC/NIQ 10/2024-25** Tender ID: 2024_WBPWD_688803_1 Last date of submission of bid :- **13.05.2024 up to 14:30 Hrs** Name Of Work: **AMC of Electrical Istallation of Govt General Degree College, Keshiyari, Paschim Medinipur-Day to day Annual maintenance of Electrical installations including supply & delivery of maintenance material and Annual Comprehensive Maintenance of Split AC machine.** Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
SE,SWEC,PWDte

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **13/05/2024** তারিখে নিলাম হবে। যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12008171, 12008193

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের আগে ইএমডি জমা করতে হবে এবং তাদের বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়ে আসতে লাগবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

বিশ্বকবির স্মৃতিচিহ্ন নওগাঁর পতিসর

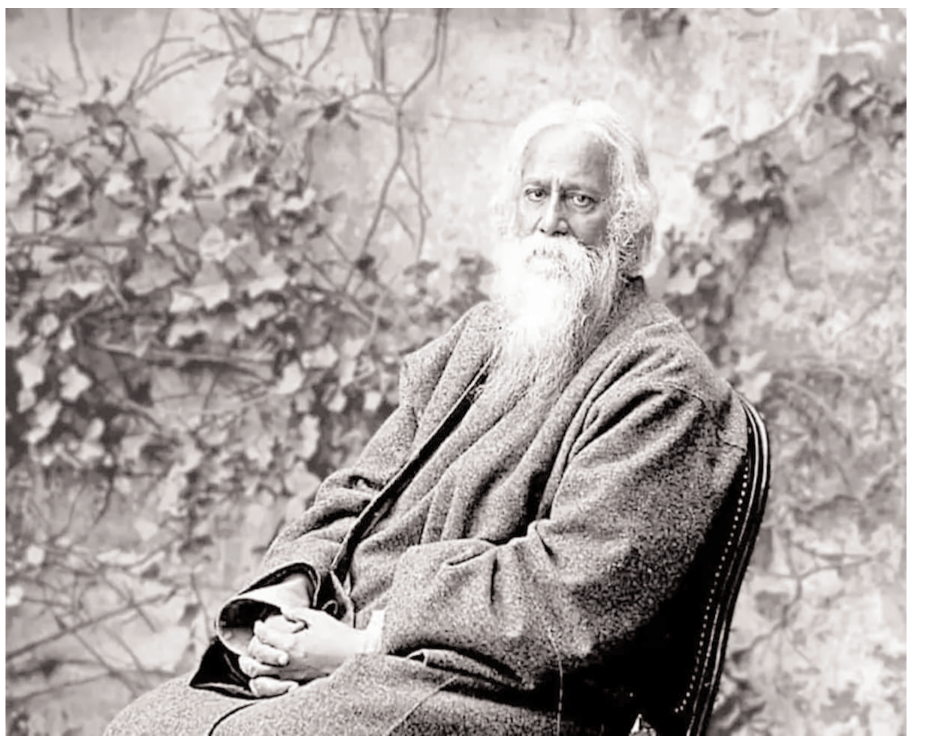

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকেবৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে' বিশ্বকবির এ বিখ্যাত কবিতাটি তিনি লিখেন নওগাঁর আত্রাইয়ের পতিসরের কাছারিবাড়িতে বসে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা নাগর নদীকে কেন্দ্র করেই এটি লেখেন বলে জানা যায়। ১৮৯০ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে যান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে সেখান থেকে ফিরে এসে শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশে পূর্ব বাংলায় জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকেই সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহের পাশাপাশি জমিদারি দেখতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই আসতেন নওগাঁর পতিসরে। ভৌগোলিক দিক থেকে পতিসরের অবস্থান বর্তমান নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায়। ঈশ্বরদী-নাটোর-সান্তাহার-পার্বতীপুর রেললাইনের ছোট্ট স্টেশন আহসানগঞ্জ। ব্রিটিশ শাসনামলে অবশ্য স্টেশনটির নাম ছিল আত্রাইঘাট নামে। এখনো লোকমুখে আত্রাই নামেই পরিচিত। আত্রাই নদীর পাড়ে বলেই সকলে এই নামেই চিনে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের একজন জমিদার আহসান উল্লাহর (১৮৭৬-১৯৩৯) নামে স্টেশনের নামকরণ করা হয় আহসানগঞ্জ। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হওয়ার পর কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং আসাম যাওয়ার রেলপথও ছিল এটা। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি পতিসরে যেতে হয়। দূরত্বও কম নয়, রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বদিকে নাগর নদীর তীরে এই কাছারিবাড়ির অবস্থান। আহসানগঞ্জ স্টেশন থেকে ঘণ্টা দেড়েকের মতো লাগে পতিসরে যেতে। কবিও কলকাতা থেকে ট্রেনে এসে এই স্টেশনেই নামতেন। এরপর তিনি তার বোটে করে নদীপথে চলে যেতেন পতিসরে।২০২৩ সালেও পতিসর এখনো অজপাড়াগাঁ। অথচ কবিগুরু এখানে যাতায়াত শুরু করেছিলেন সেই ১৮৯১ সালের শুরুতেই। কবি অবশ্য প্রথমে এসেছিলেন সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে। অজপাড়াগাঁ বলে কবি পতিসরকে দূরে ঠেলে দেননি। এখানে এসেই স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে পত্রে লিখলেন, 'আজ আমি কালীগ্রাম এসে পৌঁছালুম, তিন দিন লাগল। অনেক রকম জায়গার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। প্রথমে বড় নদী, তার পরে ছোট নদী, দুধারে গাছপালা, চমৎকার দেখতে।পতিসরে যেতে এখনো রাস্তার দুই ধারের মাঠগুলোতে শুধু ধানের আবাদ করা হয়। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। অপরূপ নৈর্সগিক দৃশ্য! এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে চিঠিপত্রে এই নৈর্সগিক দৃশ্য ফুটে তুলতেন প্রিয়জনের কাছে।পতিসরের এ অঞ্চল একসময়ে রাজশাহীর জমিদারদের জমিদারির অংশ ছিল। তখন এটা ছিল কালীগ্রাম পরগনা। অনেক গ্রাম একটা পরগনার অধীনে থাকত। কালীগ্রাম পরগনার অধীনেও প্রায় ছয়শর মতো গ্রাম ছিল। পতিসর গ্রাম ছিল কালীগ্রাম পরগনার কাছারিবাড়ি। যাকে পতিসর কাছারিবাড়ি বলে সকলে চিনত। এই এলাকার প্রজারা এখানেই বছরের খাজনা দিতে আসত। তখন এখানে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হতো।চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজশাহীর জমিদারদের খাজনা বকেয়া পড়ায় ব্রিটিশ সরকার কালীগ্রাম পরগনা নিলামে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই অংশ তার জমিদারিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮৯১ সালে জমিদারির কর্তব্যে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ তার সমগোত্রীয় লোকের বাইরের মানুষের নিকট সংস্পর্শে এলেন। ভগ্নদশাগ্রস্ত সমাজ, গ্রামীণ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন। যেমন ১৮৯৪ সালে যখন জমিদারির বিভিন্ন মহালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন দিঘাপতিয়া থেকে একখানি চিঠিতে এই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা লিখলেন। ''প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরেছে, পা ফুলছে সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে নাএকটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। ১৮৯১ সালে উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে এসে প্রজাদের দুর্দশা, গ্রামবাংলার মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম তিনি দেখতে লাগলেন, বিচলিত হতে থাকলেন।প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কের এই দিকটা ধরা পড়ে তার অনেক লেখনীতে। ধরা যাক ইন্দিরাদেবীকে লেখা একটা চিঠির অংশ, যেখানে ধরা পড়েছে প্রজাবর্গের সম্পর্কে কবি-মনের এক অনবদ্য চিত্র।পতিসর থেকে লেখা এই চিঠিতে কবিগুরু লিখছেন 'এখানকার প্রজাদের ওপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদপে ইচ্ছে করে না। (প্রজারা) যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারি মিষ্টি লাগে।'(পৃথিবীর আর কোনো জমিদারকে দেখতে পাওয়া যায়নি,যাকে প্রজারা'তুই' বলে 'ধমকায়')।এ রকম আর একটি চিঠি, যেখানে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন 'আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি, এদের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।'প্রজাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য পরে শুধু কৃষিকাজে ঋণ দেওয়ার জন্য ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক'। এই ব্যাংক স্বল্প সুদে গ্রামের গরিব চাষিদের মধ্যে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে মহাজনদের কাছ থেকে প্রজাদের মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পতিসরেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রজাদের উন্নতির জন্য এই প্রত্যন্ত এলাকায় ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন।পতিসর কাছারিবাড়ি বাংলাদেশের অন্য আট-দশটা জমিদারবাড়ির মতো এটি নয়। একটু বিদেশি স্টাইলের কেবিনের মতো কাছারিবাড়িটি চতুর্ভুজাকৃতি। সম্মুখেই সিংহ দরজা। এটা ভেদ করে মূল বাড়ির প্রাঙ্গণ। মাঝে স্বল্প পরিসরের খোলা বারান্দা। সব দরজা-জানালা সমান্তরাল। ফলে বাড়ির ভেতরে কোথাও কেউ থাকলে অন্য কক্ষ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রাঙ্গণকেন্দ্রিক বারান্দার তিনদিকেই ঘর। মাঝের বারান্দার সম্মুখভাগে বই হাতে দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথের একটি ভাস্কর্য । দেখে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথ মাথা উঁচু করে যেন দাঁড়িয়ে আছেন এবং প্রজাদের অভয়বাণী দিচ্ছেন।কাছারিবাড়ির সংগ্রহশালা তেমনটা সমৃদ্ধ না হলেও বেশ গোছানো। এখানে রয়েছে কবির দেয়াল ঘড়ি, লোহার সিন্দুক, খাট, টি-টেবিল, টি পট, আয়না, নাগর বোটের এ্যাংকর, ট্রাক্টরের ভগ্নাংশ, কবির বিভিন্ন বয়সের ছবি, ইজি চেয়ার, কবি প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যাংকের ভল্ট বা লোহার সিন্দুক, কবির স্বহস্তে লেখা কয়েক পৃষ্ঠার চিঠিসহ নানান সামগ্রী। দর্শনার্থীরা এখানে এসে কবির গোসলের বাথটাব দেখে বিস্মিত হয়! আজ থেকে একশ বছরের বেশি আগে কবি এখানে বাথটাবে গোসল করতেন।পতিসরের সবখানেই লেগে আছে কবির ছোঁয়া। এই মাটিতে কবির পদযুগল বিচরণ করেছে। ধূলিকণায় লেগে আছে তার স্পর্শ। তবে পতিসরেই কবি নির্মাণ করেছিলেন কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট। এটি একটি হাই স্কুল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে রথীন্দ্রনাথের নামে হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র রথীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারির দায়িত্ব পান। তিনি ১৯৪৫ সালের দিকে দাম্পত্য সঙ্গী প্রতিমা দেবীসহ কালীগ্রামে আসেন। নিজের নামে নির্মিত ইনস্টিটিউশনের প্রতি তার টান ছিল। তিনি সেই সময়ে শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।এখনো টালি দিয়ে ছাওয়া একটি মাটির ঘর সেখানে রয়েছে। মাটি এবং টালি দিয়েই স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত এই হাই স্কুল। স্কুলের শিক্ষকদের প্রথমদিকের সকলেই এসেছিলেন কলকাতা থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-বিএন রায়, ভবেশ চন্দ্র দত্ত চৌধুরী, হরিপদ কুন্ডু, গোপেশ চন্দ্র পঞ্চানন প্রমুখসহ আরো অনেকেই। পতিসরে কাছারিবাড়িসংলগ্ন পুকুরপাড়ে এসব শিক্ষকের থাকার জন্য অনেক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। অযত্ন-অবহেলায় সেগুলো এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে! ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে আর কোনো শিক্ষক এখানে আসেনি।রবীন্দ্রনাথের দেওয়া আশীর্বাণী, চিঠি, প্রজাদের উদ্দেশে দেওয়া তার শেষ ভাষণ, তার দেওয়া বিভিন্ন বই এই ইনস্টিটিউশনে সংগৃহীত করা আছে। এই প্রতিষ্ঠানে কালীগ্রামের শেষ জমিদার রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর চিঠিসহ রবীন্দ্রনাথের অনেক স্মৃতিস্মারক সংগ্রহ করা আছে।পতিসর কাছারিবাড়ি থেকে কয়েকশ মিটার দূরেই ছোট্ট নদী নাগর নদের অবস্থান। এটি একসময় করতোয়া নদীর অন্যতম শাখা নদী ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই ছোট্ট নদীটির প্রাণ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে কবি নওগাঁর পতিসর থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই পত্রে করতোয়ার অন্যতম প্রধান শাখা নাগর নদের বর্ণনা রয়েছে। 'ছোট নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছেনৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।' এই নদীর তীরেই কবি দেখেছেন লজ্জাশীলা ঘোমটা দেওয়া বধূ, কলসি কাঁখে তরুণী, বিবস্ত্র শিশু,তীর থেকে দূরে শস্য শূন্য মাঠ,রাখাল বালক এবং গরুর পাল। কবি এই নদী তীরেই দেখেছেন দুপুর বেলার নির্জনতা, নিস্তব্ধতা, উদাসীন আকাশ আর সরস প্রকৃতি। কবির লেখা মধ্যাহ্ন কবিতায় যার বিবরণ রয়েছে-বেলা দ্বিপ্রহর।ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জরস্থির স্রোতোহীন।অর্ধমগ্ন তরী' পরেমোছরাঙা বসি,তীরে দুটি গোরু চরেশস্যহীন মাঠে।শান্তনেত্রে মুখ তুলেমহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলেজনহীন নৌকা বাঁধা।শূন্য ঘাটতলেরৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলেপাখা ঝটপটি। শ্যামস্পতটে তীরেখঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।নাগর নদীকে উদ্দেশ্য করেই কবি এক সময় লিখেন -আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে ,বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।কবির দেখা সেই নদী নাগর এখন আর নেই। মৃত প্রায় নদীর উপরে এখন প্রকান্ড এক সেতু। সেতুটির নীচেই ছিল পতিসর কাচারিবাড়ির ঘাট। নদী পাড়ে ছিল রক্ষাকালী মন্দির এবং একটি তালগাছ। যেটিকে নিয়ে কবি লিখেছিলেন '' তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সবগাছ ছাড়িয়ে, উঁকি মারে আকাশে।১৯৬২ সালের প্রবল ঝড়ে তালগাছটি ভেঙ্গে পড়ে। এখন সেখানে অবশ্য নতুন করে লাগানো তালগাছ চোখে পড়ে। এই তালগাছের নীচেই প্রতিবছর বসতো জমিদারির পূন্যাহ অনুষ্ঠান। কবিগুরু শেষবারের মতো পতিসরের পূন্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন ১৯৩৭ সালে। পূণ্যাহ অনুষ্ঠান শেষে পতিসর কাচারিঘাট থেকে বিদায় নেন। বিদায় বেলায় সেদিন প্রজাদের উদ্দেশে কবি বলেছিলেন,''আমি অসুস্থ আর হয়তো তোমাদের কাছে আসতে পারবো না। তোমরা আমাকে অনেক দিয়াছো। আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারি নাই। আমি প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও-শান্তিতে থাকো।শোকের ছায়া নেমেছিল সেইদিন পতিসরে। চারিদিকে উঠেছিল কান্নার রোল। বোটে চড়ে আত্রাই স্টেশনে এসে পৌঁছালে কবিগুরুকে বিদায় জানান আরেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি তখন রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।পতিসরে এলে প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথকে যেমন পাওয়া যায়। তেমনি এখানে তাঁর রচিত সাহিত্য মূল্যও কম নয়। 'জমিদারি' করতে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই নিজেকে আবিস্কার করেছিলেন নতুন করে। পতিসরে বসেই তিনি গোরাও ঘরে বাহিরে (অংশ বিশেষ) উপন্যাস, ছোট গল্প 'প্রতিহিংসা'ও ঠাকুরদা, লিখার রসদ পেয়েছিলেন। পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, চৈতালি-মধ্যাহ্ন, পল্লীগ্রামে, সামান্য লোক,দুর্লভ জন্ম, খেয়া, কর্ম , মেঘদূত, দিদি , পরিচয়, অনন্তপথে 'র মত অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন। অনেক ভালো ভালো রবীন্দ্র সংগীত যেগুলো হৃদয় স্পর্শ করে সে রকমের বেশ কয়েকটি সংগীত কবিগুরু এখানেই লিখেছিলেন।

যেমন বিধি ডাগর আঁখি-জলে ডোবা চিকন শ্যামল,বধু মিছে রাগ করো না- তুমি নব রুপে এসো প্রানে-'তুমি সন্ধ্যার মেঘ মালা', 'তুমি আমার নিভৃত সাধনা',। কবিগুরু পতিসর থেকে ফেরার পথে লিখেছিলেন ''আমি কান পেতে রই।

ও আমার আপন হৃদয়গহন দ্বারে বারে বারে কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসিরগোপন কথা শুনিবারে বারে বারে।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বন্ধ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল, চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা

লকাতা, ৬ মেঃ প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল ট্রেন চলাচল। সোমবার রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপ ও ডাউন কোনও লাইনেই চলছে না ট্রেন। নরেন্দ্রপুর স্টেশনের কাছে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায় বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরই। তারপরই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় আপ-ডাউন কোনও পথেই ট্রেন চলছে না। ফলে যাঁরা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা মহাবিপদে পড়েছেন। রেলের আধিকারিকরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তবে কতক্ষণে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যেভাবে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বাজ পড়ছে, তার মধ্যে আর কোনও বিকল্প রাস্তাও পাচ্ছেন না যাত্রীরা। গত কয়েকদিন তাপপ্রবাহের পর বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন আবহাওয়াবিদরা।

সোমবার সেই পূর্বাভাস একেবারে মিলে যায়। সন্ধ্যার পর শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি। নদিয়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর থেকে শুরু করে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা- সর্বত্র বৃষ্টি হচ্ছে। বজ্রপাতও হচ্ছে একাধিক জায়গায়। আর এমন একটা সময়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যখন বেশিরভাগ নিত্যযাত্রীর বাড়ি ফেরেন। এরই মধ্যে লোকাল ট্রেনে এমন বিভ্রাট সমস্যায় ফেলেছে যাত্রীদের। এদিকে, ঝড়-জলে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে রাজ্যে। পুরুলিয়ায় বজ্রপাতে চারজন গুরুতর আহত হন এদিন। তাড়িঘড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।তাঁদের মধ্যে ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিৎসক।

খাদ্যপণ্যের মজুত ও দাম নিয়ন্ত্রণে খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভা

আগরতলা, ৬ মে ঃ কিছুদিন যাবত রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ত্রিপুরার খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সামগ্রীর মজুত ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সোমবার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিদের নিয়ে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়সভায় সভাপতিত্ব করেন দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী পর্যালোচনা সভায় খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বর্তমান মজুতের পরিমাণ, পাইকারী খুচরো মূল্য, বহিঃরাজ্য থেকে খাদ্যসামগ্রী আমদানি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ জানান রাজ্যে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সক পথে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আনার ব্যবস্থা করেন তাছাড়াও রাজ্যের বাজারে খাদ্যসামগ্রীর যেন কোনও প্রকার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি না হয়, তারজন্য উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অনুরোধ জানানআলোচনাকালে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় এক মাসের খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে এবং প্রতিদিন বহিঃরাজ্যে থেকেও সকপথে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করা হচ্ছে আগামীদিনে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান এবং মূল্য স্বাভাবিক থাকে তারজন্য ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তাছাও খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তার নির্দেশে মহকুমা শাসকগণ মহকুমাস্তরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুতের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করবেন।

Name Change

I AMINUDHIN MOLLA,S/O KUDDUS MOLLA,RESIDING AT JUGDIA, MAGRAHAT,JUGDIA SOUTH 24 PARGANAS-743355, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMINUDDIN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT AMINUDHIN MOLLA AND AMINUDDIN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MD AJIMUDDIN NADAB S/o- LATE SADAR NADAB, Residing at Vill- School para (Bara sujapur), Post- Sujapur, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD AJIMUDDIN NADAB To AJIMUDDIN NADAB (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AJIMUDDIN NADAB in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AJIMUDDIN NADAB and MD AJIMUDDIN NADAB both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PROMOD ROY S/o- KSHIROD LAL ROY, Residing at 1st Floor S/E side 78, Diamond Harbour road, Paschim barisha, South 24 Parganas, Pin- 700063, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PROMOD ROY To PROMOD LAL ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PROMOD LAL ROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, PROMOD LAL ROY and PROMOD ROY both are Same and one identical person.

Change of Name

I, Afsana Nasir W/o. Md Nasir R/o. 3/5, Tiljala Lane, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Dist.- Kolkata, Pin- 700019 shall henceforth be known as Afsana Begum. I declare that Afsana Begum and Afsana Nasir is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-05-2024.

Name Change

I, (Old Name) PARAMITA KUNDU D/o- PROMOD LAL ROY, Residing at, 78, Diamond harbour road, Kadamtala, Kolkata, Pin- 700063, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PARAMITA KUNDU To PARAMITA ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PARAMITA ROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, PARAMITA ROY and PARAMITA KUNDU both are Same and one identical person.

Change of Name

I, Netai Adhikary S/o. Sharat Chandra Adhikary R/o. Vill.+ P.O.- Rajballabhpur, P.S.- Habra, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin- 743289 shall henceforth be known as Netai Chandra Adhikary. I declare that Netai Chandra Adhikary and Netai Adhikary is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-05-2024.

Change of Name

I, Sinha Sadhana Bimal (Old Name) D/o Bimal Kumar Sinha Residing at 250-A Putiary Banerjee Para Road, Paschim Putiari, Kolkata, W.B- 700041 , India shall henceforth be known as Sadhana Sinha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-05-2024. Sinha Sadhana Bimal (Old Name) and Sadhana Sinha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SUBODH GHOSH S/o- LATE SASTHI GHOSH, Residing at Vill- Thinagar, Post- Pakuahat, Ps - Bamangola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBODH GHOSH To SUBODH CHANDRA GHOSH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBODH CHANDRA GHOSH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, SUBODH CHANDRA GHOSH and SUBODH GHOSH both are Same and one identical person.

Change of Name

I, Abul Kalam S/o. Din Ali Mondal R/o. Vill.- Panigobra, P.O.- Eojnagar, P.S.- Matia, Dist.- 24 Pgs.(N), Pin- 743293 shall henceforth be known as Abul Kalam Mondal. I declare that Abul Kalam Mondal and Abul Kalam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-05-2024.

Name Change

I, (Old Name) MRINAL BHOWMIK S/o- LATE ASISH BHOWMIK, Residing at Vill- 2No Govt Colony, Post- Mokdumpur, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MRINAL BHOWMIK To MRINAL BHOWMICK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MRINAL BHOWMICK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MRINAL BHOWMICK and MRINAL BHOWMIK both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Anowara Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Ayubali Mandal ঠিকানা at Vill- Bagan Para, P.O.-Ghoragacha, P.S.- Haringhata, Nadia -৭৪১২৪৫ Ld. নদীয়ার কল্যাণীতে প্রথম শ্রেণী, A.C.J.M II Dated ০৬-০৫-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anera Bibi Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anera Bibi Mandal (নতুন নাম) ও Anowara Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) AMJAD HOSSAIN MONDAL S/o- ABDUL JALIL MONDAL, Residing at Vill- Natiyal, Post- Raninagar, Ps - Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMJAD HOSSAIN MONDAL To AMJAD MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMJAD MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AMJAD MONDAL and AMJAD HOSSAIN MONDAL both are Same and one identical person.

Change of Name

I, Bandana Sinha alias Bandana (Old Name) D/o Narendra Banerjee Nath W/o Bimal Kumar Sinha Residing at 250-A Putiary Banerjee Para Road, Paschim Putiari, Kolkata, W.B- 700041, India shall henceforth be known as Bandana Bimal Sinha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-05-2024. Bandana Sinha and Bandana (Old Name) and Bandana Bimal Sinha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I VIDYA SAGAR PRASAD,S/O BHAGIRATH PRASAD,R/O 294/2,K ROAD, BELGACHIA,PS- LILUAH, HOWRAH-711105, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIDYA SAGAR PRASAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024, THAT VIDYA SAGAR PRASAD AND BIDYA SAGAR PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Reshmi Patel (পুরাতন নাম) স্বামী Binod Patel ঠিকানা at 37, Jessore Road, Dakbanglow More, Barasat (M), Dist. - 24 Pgs. (N), Pin- ৭০০১২৪ কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ০২-০৫-২০২৪ এর Affidavit no. ৫৮ /২০২৪ দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rashmi Patel (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rashmi Patel (নতুন নাম) ও Reshmi Patel (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I TUA ROY DASGUPTA, W/O SIDDHARTHA DASGUPTA, R/O L-12, BAISHNABGHATA, PATULI, PO - PANCHASAYAR, PS-PATULI, KOLKATA -700094, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TUA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024, THAT TUA ROY DASGUPTA AND TUA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Mahebub Alom (পুরাতন নাম) পিতা Late Harun Al Rasid ঠিকানা at 2nd Floor, Flat No. 3B, 1A, Joykulla Molla Road, Paschim Barisha, P.O. & P.S. - Thakurpukur, Kolkata-৭০০০৬৩, District- 24 Pgs. (S) কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ০৬-০৫-২০২৪ এর Affidavit no. S/15/06/05/24 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahebub Alam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahebub Alam (নতুন নাম) ও Mahebub Alom (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ARUNI MAJI (GIVEN NAME)& ARUNI(GIVEN NAME) MAJI (SURNAME), DOB-17/05/1997, S/O BIKASH CHANDRA MAJI, R/O 42G/13, B C CHATTERJEE STREET, PO BELGHARIA, PS BELGHARIA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUNI MAJI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 06/05/2024, THAT ARUNI MAJI(GIVEN NAME)& ARUNI(GIVEN NAME) MAJI (SURNAME) ALSO ARUNI MAJI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VIJAY MONDOL,SON OF RAYMOHAN MANDAL, RESIDING AT VILL & PO - DHANTALA, PS-DHANTALA, NADIA-741202,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIJAY MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT VIJAY MONDOL AND VIJAY MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mabuba Bibi (old name) W/O Sk Based, Presently residing at Kanchanpur, Mahishadal, Purba Medinipur, Pin- 721628, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mabuda Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/05/2024. Mabuda Bibi (new name) and Mabuba Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Based Ali Sk (old name) S/O Sk Abdul Samad, Presently residing at Kanchanpur, Mahishadal, Purba Medinipur, Pin- 721628, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Based (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/05/2024. Sk Based (new name) and Based Ali Sk (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Maya Kunti & Maya Rani Hazra (old name) W/O Jagadish Hazra, residing at 5/2, Barick Para Road, Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sandhya Hazra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Sandhya Hazra (new name) and Maya Kunti & Maya Rani Hazra (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sonia Bibi & Soniya Begum (old name) W/O Md Sahid Hossain Sardar, residing at Kankhuli Banshtala, P.O.- Bidhangarh, P.S.- Rabindranagar, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700066, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sonia Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Sonia Begum (new name) and Sonia Bibi & Soniya Begum (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Kailash Agarwala (old name) S/O Parshuram Agarwal, residing at 32 Ramkrishna Samadhi Road, Akshara Gold, 2nd FLR, Kolkata, Pin- 700054, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kailash Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Kailash Agarwal (new name) and Kailash Agarwala (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sahid Ali Sardar & Mohammad Shahid Hossain Sardar (old name) S/O Mohammed Maqsud, residing at Kankhuli Banshtala, P.O.- Bidhangarh, P.S.- Rabindranagar, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700066, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sahid Hossain Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Md Sahid Hossain Sardar (new name) and Sahid Ali Sardar & Mohammad Shahid Hossain Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sangeeta Agarwal (old name) W/O Vijay Kumar Agarwal, residing at 105A, Block- B, Lake Town, South Dumdum (M), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700089, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sangita Devi Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Sangita Devi Agarwal (new name) and Sangeeta Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammed Jashim (old name) S/O Mohammed Maqsud, residing at 13A/H/2, Rajab Ali Lane, P.O.- Khidderpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Jashim (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Md Jashim (new name) and Mohammed Jashim (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nazrul Islam Mondal S/O Late Abdar Ali Mondal declare that my & my father said name Nazrul Islam S/O Abdar Ali (old name) residing at Vill- Arkhali, P.O.- Arkhali Amdanga, P.S.- Amdanga, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743221, West Bengal, India, I have changed my & my father name to (shall henceforth be known as) Nazrul Islam Mondal S/O Abdar Ali Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024.

Name Change

I, Partha Protim Saha (old name) S/O Pran Gopal Saha, residing at 18 B/1/A, Raja Manindra Road, P.O.- Belgachia, Kolkata- 700037, P.S.- Chitpore, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Partha Pratim Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Partha Pratim Saha (new name) and Partha Protim Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ashim Roy (old name) S/O Anil Kumar Roy, residing at 33/5E, Biplabi Barin Ghosh Sarani, Maniktala, Kolkata- 700067, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashim Kumar Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Ashim Kumar Roy (new name) and Ashim Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I AKHILA BIBE MONDAL,W/O SAHIDUL ISLAM, RESIDING AT MUSLIMPARA,PASCHIMPARA,DARIASUDI,HABRA, NORTH24PARGANAS -743234,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKHILA BIBE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT AKHILA BIBE MONDAL AND AKHILA BIBE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAIKH MATIAR RAHMAN MANTU, S/O SK NAJILIAR RAHMAN, R/O VILL PURBA BAINAN, PO BAINAN, PS BAGNAN, HOWRAH -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAITAR RAHMAN SAIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024, THAT SAIKH MATIAR RAHMAN MANTU AND MAITAR RAHMAN SAIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRODIP GHOSH, S/O LATE MAKHAN CHANDRA GHOSH, R/O CHANDRALAYA APARTMENT, 5/A, S B GHOSH ROAD, PO TALPUKUR, PS TITAGARH, BARRACKPORE, PIN- 700123, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/1024, THAT PRADIP KUMAR GHOSH AND PRODIP GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HABIBUR RAHAMAN SHAIKH,SON OF KASED ALI SEKH, RESIDING AT RAJAKGOHALIA,PO-DOSATINA,PS-BISHNUPUR, SOUTH24PARGANAS - 743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HABIBUR RAHAMAN SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT HABIBUR RAHAMAN SHAIKH AND MD HABIBUR RAHAMAN SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JAHANARA BIBI,WIFE OF KASED ALI SEKH, RESIDING AT RAJAKGOHALIA,PO-DOSATINA,PS-BISHNUPUR, SOUTH24PARGANAS -743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANARA SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT JAHANARA BIBI AND JAHANARA SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANUSRI MAITI,WIFE OF SUBIR MAITI, RESIDING AT ICHHAPUR,PO-RAGHURAMPUR,PS-MAHISHADAL,EAST MEDINIPUR - 721645,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUSHREE MAITY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT ANUSRI MAITI AND ANUSHREE MAITY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TARUN DAS,S/O LATE SUDHIR KUMAR DAS, RESIDING AT 7A,ASHU BABU LANE ,PO-KHIDDERPORE KOLKATA-700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARUN KUMAR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT TARUN DAS AND TARUN KUMAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOUSUMI BANERJEE,WIFE OF ASIS KUMAR BANERJEE, RESIDING AT 410,3A,PARNASREE PALLY, KOLKATA -700060,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN MOUSUMI ASIS BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT MOUSUMI BANERJEE AND MOUSUMI ASIS BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mayank Agarwal S/o. Laxmi Narayan Agarwal R/o. P-58, Scheme- VII (M), C.I.T. Road, P.O.- Kankurgachi, Kolkata-700054, W.B., India shall henceforth be known as Mayank Agarwala. I declare that Mayank Agarwala and Mayank Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-05-2024.

Name Change

I JOYDEB MONDAL AND JAYDEB MANDAL ,SON OF SARAT MANDAL, RESIDING AT VILL & PO - PANCHITA,BONGAON, NORTH24PARGANAS - 743235,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOYDEB MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT JOYDEB MONDAL AND JAYDEB MANDAL ALSO JOYDEB MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANIMESH MONDAL,SON OF JOYDEB MANDAL, RESIDING AT VILL & PO - PANCHITA,BONGAON, NORTH24PARGANAS - 743235,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIMESH MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT ANIMESH MONDAL AND ANIMESH MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PABAN KR SHOW,SON OF DHARAM LAL SHAW, RESIDING AT CHAULPATTI,WARD NO-9,PO&PS-TARAKESWAR,HOOGHLY-712410,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PABAN KUMAR SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT PABAN KR SHOW AND PABAN KUMAR SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AMARANDRA NATH SAHA,S/O RANJIT SAHA, RESIDNG AT SAHA KALI MANDIR , BOALIA, RAJPUR SONARPUR(SOUTH 24 PGS 700084,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMARENDRA NATH SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT AMARANDRA NATH SAHA AND AMARENDRA NATH SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

বাঁকুড়ায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ মে ঃ ২টি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। সোমবার সকালে গঙ্গাজলঘাটি থানার খটিয়ালা মোড়ে ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ হারায় বুদ্ধদেব মুর্মু (৩৫)। গঙ্গাজলঘাটি থানারই ভুঁইফোড় গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেববাবু মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের রাধামাধবপুরের এক পরিবহন ব্যবসায়ীর বালকার গাড়ির চালক ছিলেন। এদিন ভোর ৫ টা নাগাদ তিনি বাইকে করে দুর্লভপুর বড়জোড়া শিল্প করিডোর ধরে আসছিলেন। সেসময় খটিয়ালা মোড়ের কাছে তার ফোন আসে। তিনি বাইক থামিয়ে না নেমেই এক পাশে দাঁড়িয়ে ফোন ধরেন বলে জানিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারিরা। আচমকা বড়জোড়া দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক সহ বুদ্ধদেব মুর্মুকে ধাক্কা মারলে বাইক সহ ডাম্পারের তলায় চাপা পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। অপরদিকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওন্দা থানার সদিষ্ঠা এলাকায় একটি ৪ চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহী ও এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। পুলিশ জানিয়েছে জখম পথচারী দীনা বাউরি ও সাইকেল আরোহী গঙ্গাধর মন্ডলকে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা গঙ্গাধর মন্ডলকে (৬৯) মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম দীনা বাউরিকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃতের বাড়ি স্থানীয় সদিষ্ঠা এলাকাতেই। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলো মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৬ মে ঃ চলন্ত খরের গাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলো পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কুলনগর এলাকার মানুষজন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভাতার বাজার থেকে একটি খড় বোঝাই লরি মালডাঙ্গা অভিমুখে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে ভাতারের কুলনগর হসপিটাল মোড়ের কাছে চলন্ত খড়ের গাড়িতে আগুন লেগে যায় সটসার্কিটের ফলে। চালক যখন দেখতে পাই তার লুকিং গ্লাসে যে গাড়িতে আগুন লেগে গেছে, তিনি তৎক্ষণাত প্রায় হাফ কিলোমিটার রাস্তা দ্রুতগতিতে লরিটিকে নিয়ে গিয়ে একটি পুকুরের মধ্যে উল্টে দেয়। গাড়ি ও খড় সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। খবর যায় ভাতার ফায়ার ব্রিগেড ও থানাতে। ফায়ার ব্রিগেডের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিযন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। গাড়িচালক জানিয়েছে, তিনি যখন হসপিটাল মোড়ের কাছে আসেন তখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, যেহেতু হসপিটাল এলাকা তাই এলাকায় দারুন ভিড় ছিল। তিনি জানান বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তাই আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত বড় কাজ করেছি। সকলেই প্রশংসা করেছে ওই গাড়িচালকের। ওই গাড়িচালকের নাম চন্দন বর্মন তার বাড়ি নদীয়া এলাকায়।

প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা মেদিনীপুরে

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ মে ঃ প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে রবিবার রাতে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে চলে ভাঙচুর। পরিস্থিতি সামাল দিতে এসে আহত হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মী। ইতিমধ্যেই ঘটনাটিতে সাতজনকে আটক করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। রবিবার রাত দশটা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে মৃত্যু হয় চিকিৎসাধীন প্রসূতি রিনা খাতুনের। তাঁর বাড়ি কোতোয়ালি থানার বেণেডিহি গ্রামে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত শুক্রবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রিনা। এরপর সন্তান প্রসবের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রসূতির পরিবারদের সদস্যদের সেই বিষয়ে জানিয়ে দেন চিকিৎসকেরা। যদিও পরিবারের দাবি, তাঁরা এবিষয়ে কিছুই জানতেন না। রবিবার রাতে উত্তেজিত হয়ে মাতৃমা বিভাগে ভাঙচুর চালায় প্রসূতির আত্মীয়স্বজন। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বিক্ষোভের জেরে ওই হাসপাতালে কিছুক্ষণের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গোলমাল থামাতে গিয়ে দু'জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে।

'এমন মার হবে...' ভোটে মারের দাওয়াই শুভেন্দুর!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ এমন মার হবে, এবারের ভোট বুঝিয়ে দেব আমরা। মথুরাপুরের নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এদিন মথুরাপুরে নির্বাচনী প্রচার সভায় শুভেন্দু বলেন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন বলে কৃষ্ণচন্দ্রপুর আমরা পেয়েছি। অন্য জায়গায় ওরা লুঠ করেছে। গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে। দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কোনও মানুষ নেই। এক আছে মামলা। আর দুই আছে হামলা। এরপরই শুভেন্দু হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, চব্বিশে মথুরাপুর দিলে, ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট করাব, ভাইপোকে জেলে পুরব। মমতা ব্যানার্জিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব। চোর, ডাকাত, নাক কাটা, কান কাটা ছাড়া আর কোনও ভদ্রলোক এদের সঙ্গে নেই। আমি ২৬ তারিখ আবার আসব। সব জায়গায় যাব। সবাইকে আমার মোবাইল নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে যাব। ১ তারিখ ভোটের দিন ভোর ৫টা থেকে আমি জেগে থাকব। শুধু বুথ নম্বর, পোলিং স্টেশনের নাম, থানার নাম দিয়ে আমায় পাঠাতে থাকবেন। এমন মার হবে, এবারের ভোট বুঝিয়ে দেব আমরা। ওদিকে এদিন দুর্গাপুরে প্রচার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 'বিজেপি হারছে, বিজেপি হারছে, বিজেপি হারছে'! তোপ দাগেন, 'আদর্শ নির্বাচন বিধি, ভুলেই গিয়েছি নির্বাচন কমিশন আছে কিনা, খোঁজ পাচ্ছি না, কোথা আছে কে জানে। আমি আসছিলাম রাস্তা দিয়ে একজন মহিলা আমাকে বললেন, মডেল কোড অফ কডাক্টের নাম বদলে গিয়েছে। আমরাই বদলে দিয়েছি। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার'! পাশাপাশি, বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি টাকা দিলে কী হবে! নির্বাচনের সময় যদি ভোট নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, প্যাকেটটা পকেটে রেখে দেবেন। আর ভোটে উল্টে দেবেন। টাকা দিয়ে ভোট কেনা, নজর আমরাও রাখব।

ঝাড়গ্রামে উদ্ধার হওয়া অসুস্থ হরিণের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ মে ঃ অসুস্থ একটি হরিণকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার সময় মাঝ পথে মৃত্যু হয় হরিণটির। সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাশুলি রেঞ্জের দেউলী এলাকার একটি কাজুবাদাম বাগানে একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতল হরিণকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষ জন। হরিণটি পড়ে থেকে হাফাচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারাই স্থানীয় লোধাশুলি রেঞ্জ অফিসে খবর দেন। খবর পেয়ে বনদফতরের লোকজন হরিণটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পথেই হরিণটি মারা যায়। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিণটি হয়তো জলের সন্ধানে লোকালয়ের দিকে আসছিল। সেই সময় কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রচন্ড গরমের কারনে হাফিয়ে গিয়ে কাজুবাদাম বাগানে শুয়ে পড়ে। তখনই স্থানীয়দের নজরে আসে। তারাই বনদফতরকে খবর দেয়। উল্লেখ্য বেশ কয়েক বছর আগে জুলজিক্যাল পার্কে হরিনের বংশ বৃদ্ধি ঘটলে তাদের জেলার নয়াগ্রাম, বেলপাহাড়ি সহ বেশ কিছু এলাকার গভীর জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ বর্তমানে জঙ্গল গুলিতে হরিণের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু কত সংখ্যায় হরিণ রয়েছে জঙ্গল গুলিতে তার কোন পরিসংখ্যান বনদফতরের কাছে নেই। প্রায়ই হরিণ লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসে এবং কুকুরের কামড়ে মারাও যায়। অন্যদিকে চোরা শিকারিদের হাতে পড়ে পাচার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে প্রচন্ড গরমের কারনে জঙ্গলগুলিতে যে সব ডোবা বা জলাশয় আছে সেগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে বন্য প্রানীদের কষ্ট বাড়ছে। এই বিষয় ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী বলেন একটি হরিণ কুকুরের তাড়া খেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বনকর্মীরা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জুলজিক্যাল পার্কে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পথেই মারা যায় হরিণটি।

জামালপুর ব্লক জুড়ে তৃণমূলের প্রচার চালাচ্ছেন মেহেমুদ খান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ মে ঃ সামনের সোমবার অর্থাৎ ১৩ মে পূর্ব বর্ধমান জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের অধীনে জামালপুর ব্লক। আর নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষনার পর থেকেই তৃণমূলের লাগাতার প্রচার চালাচ্ছেন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান। প্রতিদিন ব্লকের কোন না কোন অঞ্চলে কখনও তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার কে নিয়ে কিম্বা কখনও কখনও প্রার্থী ছাড়াই তৃণমূলের অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতা কর্মীদের নিয়ে বিরামহীনভাবে তৃণমূলের প্রচার চালাচ্ছেন জামালপুরের এই জননেতা। পূর্ব বর্ধমানে লোকসভা নির্বাচন আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। তাই দিন যত এগিয়ে আসছে মেহেমুদের নেতৃত্বে প্রচারে তত গতি বাড়ছে জামালপুর ব্লকে। সোমবার জামালপুরের পারাতল ২ অঞ্চলের শিপতাইয়ে একটি পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, অঞ্চল সভাপতি আনোয়ার আলী সরকার, পালাতল ২ পঞ্চায়েতের প্রধান মাবিয়া বেগম, উপ প্রধান সরস্বতী মুর্মু সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খান রাজ্যের মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কী কী কাজ করেছেন তার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন। মা- মাটি - মানুষের সরকার কত প্রকল্প নিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সে কথা জানিয়ে মেহেমুদ খান এদিন বলে, গ্রামের মায়েরা, বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডারে ডবল টাকা পাচ্ছেন, ঘরে ঘরে পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাই চিন্তা ভাবনা করে ভোট দেওয়ার কথা বলেন তিনি। অনেকে ভোট চাইতে আসবে নানা প্রলোভন দেখাবে, কিন্তু ভোট রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ইভিএমের ৪ নং বোতাম টিপে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে ডা শর্মিলা সরকারকে বিপুল ভোট জেতাবার অনুরোধ জানান তিনি। মেহেমুদ খান এদিন জোর দিয়ে বলেন যে, তার ব্লকে এমন কোন পরিবার নেই যে রাজ্য সরকারের কোন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। তাছাড়া ব্লকের তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিপদে আপদে ধর্ম বর্ণ, রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে সব সময় জামালপুরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং জামালপুরের মানুষই ঠিক করবে কাকে তারা বেছে নেবে। তার বিশ্বাস জামালপুরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্য মানুষ কখনই বিভেদকামী কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবে না। তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা মাটি মানুষের সরকারের পাশেই থাকবে।

সভাপতি অঞ্জলি মন্ডলের বাড়িতে তালা ভেঙে বাইক, মোবাইল সহ নগদ চুরি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মে ঃ সুরক্ষিত নয় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ! ভোটের আগের দিন সভাপতির বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি সভাপতির বাড়িতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরের ঢেলফোড়া গ্রামে। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তের নামলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্লক ও জেলা রাজনীতিতে। কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মন্ডল। বাড়ি পঞ্চানন্দপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢেলফোড়া গ্রামে। রবিবার ভোটের প্রচার সেরে রাত করে বাড়ি ফিরে। দীর্ঘ প্রচারের পর ক্লান্ত হয়ে সভাপতি সহ পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে পড়লে একদল দুস্কৃতী সিডি ঘরের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে তার স্বামীর বাইক ছেলেদের তিনটি মোবাইল ও ৫০০০ টাকা ক্যাশ নিয়ে পালিয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোটা বিষয়টি বুঝতে পারে সভাপতির পরিবারের লোকজন। এরপর গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমেছে। মোথাবাড়ি ব্লক সভাপতি অঞ্জলি মন্ডল জানিয়েছেন, রবিবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। তাই বাড়ির সকলেই একটু রাত করে বাড়ি ফিরেছিলাম। দীর্ঘ প্রচারে একটু ক্লান্ত ছিলাম বৈকি। গভীর রাতে চোর সিঁড়ি ঘরের দরজা খোলে বাইক তিনটি মোবাইল নিয়ে যায়। কিছু ক্যাশ টাকাও ছিল। গোটা ঘটনা থানায় জানিয়েছি। এই ঘটনা কে বা কারা জড়িত তা বুঝতে পারছি না। পুলিশকে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আবেদন জানিয়ে জানিয়েছি। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে এই ধরনের একটি অভিযোগ লিখিতভাবে পেয়েছি। পুলিশ একটি মামলার রুজু করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আমরা খুব শীঘ্রই চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধারের চেষ্টা করব।

ত্রিপুরা ঃ বৃষ্টির অভাবে ফলন হচ্ছে না, ক্ষতির মুখ দেখছেন হাওয়াইবাড়ির লেবু চাষিরা

তেলিয়ামুড়া, ৬ মে ঃ কথায় আছে বাঙালিরা খাদ্য রসিক। আর বাঙালিয়ানা খাবারের সাথে যদি থাকে সুগন্ধি লেবু তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। কিন্তু বর্তমানে লেবু চাষিরা এক বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন। এবছর গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বৃষ্টির দেখা একেবারেই নেই বললেই চলে। গ্রীষ্মের দাবদাহে জনজীবন যেমন নাজেহাল তেমনি বিভিন্ন ফসল উৎপাদনেও প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কৃষকরা। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া শহরের হাওয়াইবাড়ি এলাকার একাংশ পরিবারের অর্থ উপার্জনের একটি মাত্র মাধ্যম আর সেটা হল লেবু চাষ। হাওয়াইবাড়ি এলাকার লেবু ত্রিপুরা সহ বহিঃরাজ্যের বাজারগুলিতে বেশ সুনাম রয়েছে। কিন্তু এবছর বৃষ্টির দেখা না মেলায় লেবু চাষে অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন চাষিরা। এবছর লেবু চাষ কিরকম হচ্ছে বা এবছর লেবু চাষ করে চাষিরা কিরকম লাভবান হচ্ছেন তা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের গন্তব্যস্থল ছিল তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়িস্থিত এক চাষির লেবু বাগানে। ওইখানে গিয়ে লক্ষ করেন অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর তুলনামূলক অনেক কম ফসল চাষ করা হয়েছে। ওই বাগানের লেবু চাষি জানান, ত্রিপুরা সহ বহিঃরাজ্যের বাজারগুলিতে বেশ সুনাম রয়েছে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ির লেবুর। তাঁদের পূর্ব পুরুষেরাও এই লেবু চাষের মাধ্যমেই সংসার প্রতিপালন করে আসছিলেন এবং বর্তমানে তাঁরাও এই লেবু চাষের উপর নির্ভরশীল। তিনি জানান, অন্যান্য বছর বৃষ্টি হওয়ার কারণে লেবুর ফলন ভাল হয় এবং বাজারে বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায়। কিন্তু এবছর বৃষ্টি না হওয়ায় লেবুর ফলন ভাল হয়নি এবং লেবু চাষ করে অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি আরো জানান, এবছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে লেবুর আকারও ছোট হওয়ায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনেকটা কম মূল্যে ৪ টাকা করে একটি লেবু পাইকারী ব্যাবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন তাঁরা। যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর লেবু চাষ করে তেমন লাভের মুখ দেখতে পাননি চাষিরা। উল্লেখ্য দীর্ঘ বছর যাবৎ বংশানুক্রমে হাওয়াইবাড়ি এলাকার একাংশ বাসিন্দারা লেবু চাষের মাধ্যমে পরিবার প্রতিপালন করে আসলেও এখানো পর্যন্ত সরকারের তরফে কৃষি দপ্তর থেকে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা তাঁরা পাননি। তাঁদের দাবি যদি সরকারের তরফ থেকে কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে সার, কীটনাশক সহ লেবু চাষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উৎপাদান দিয়ে সহযোগিতা করা হয় তাহলে তাঁরা অনেকটাই উপকৃত হবেন এবং লেবু চাষ আরো বৃদ্ধি করতে পারবেন।

ভারতরত্ন ক্লাবের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরো একজনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

আগরতলা, ৬ মে ঃ আগরতলা শহরের কাছে ঊষা বাজার ভারতরত্ন ক্লাবের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরো একজনকে কলকাতার মুকুন্দপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নাম বীরচক্র ঘোষ। বয়স্ ৪৬ বছর। আগরতলায় ছিনাইহানি এলাকায় তার বাড়ি। ত্রিপুরা পুলিশের এডিশনাল এসপি চিরঞ্জীব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি টিম মুকুন্দপুর থেকে গ্রেফতার করে বীরচক্র ঘোষ নামে ওই ব্যক্তিকে। প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের কাছে ঊষাবাজারস্থিত ভারত রত্ন সংঘের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে শালবাগান বাজার এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মূলত নিগোসিয়েশন বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। শহরতলীতে সন্ধ্যারাতে গ্যাংওয়ারের ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। ওইদিন রাতে গুলির শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন বেরিয়ে আসে। খবর দেয়া হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দুর্গা প্রসন্ন দেবের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। নিহত ব্যক্তির মাথায় গুলি করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেশ কয়েকজনের নামধাম বলেছেন যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত। তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি অভিযোগ করেছেন বহু আগে থেকেই তার স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। এদিকে, দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকি হত্যা মামলায় প্রদ্যুৎ দেব চৌধুরী এবং সুস্মিতা সরকার নামে এক যুবতীকে গ্রেফতার করেছিল। পুলিশ তাদের জেরা করে বীরচক্র ঘোষের নাম জানতে পারে। তারপর তথ্য অনুসন্ধান করে জানতে পারে বীরচক্র ঘোষ কলকাতায় অবস্থান করছে। সাথে সাথেই ত্রিপুরা পুলিশের টিম সেখানে পৌঁছে এবং তাকে গ্রেফতার করে।

'পচা জলে স্নান করে গায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে', ক্ষুব্ধ মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মে ঃ নাগরিক পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। আর সেই অভিযোগ তুলেই এবার ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ত্তর ঝাপড়দহ এক নম্বর পোল এলাকায়। সন্ধ্যা বাগ নামে গ্রামের এক মহিলা জানাচ্ছেন, 'রাস্তা এমন ভেঙে দিয়ে গিয়েছে, একটা অ্যাম্বুলেন্সও ঢুকছে না। আমাদের এলাকায় একটা পুকুরও নেই। পচা জলে স্নান করে গায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি কোনও স্কুল নেই।' শুধু সন্ধ্যা বাগই নয়, এলাকায় পর্যাপ্ত পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে গ্রামের আরও অনেক মহিলার মনে। ভোটের মুখে এমন একটি ইস্যুকে হাতিয়ার করে শাসক শিবিরকে একহাত নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। হাওড়ার এই অঞ্চলটি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। শ্রীরামপুর লোকসভায় বিজেপির কো-কনভেনার কৌশিক মুখোপাধ্যায় এই নিয়ে শাসক পক্ষকে এক হাত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ইচ্ছাকৃতভাবে ওই অঞ্চলটিকে পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। সেখানে একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে। বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে সেখানে। সেই কারণে ওখানকার মানুষের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।' যদিও জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ এই ধরনের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পরিষেবা সবই আছে। বিরোধীরা ভুল বুঝিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। পরিষেবা নেই, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। একটি স্কুল ছিল, কিন্তু ছাত্রের অভাবে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' বিধায়কের দাবি, জলের লাইনের কাজের জন্য রাস্তা ভাঙা হয়েছে। জলের সংযোগ বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর রাস্তা ঢালাই করে দেওয়া হবে।

এক্সিডেন্ট এর মাত্রা রোধ করতে উদ্যোগ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ মে ঃ কোচবিহার শহরে এক্সিডেন্ট এর মাত্রা রোধ করতে উদ্যোগী কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার মা ভবানী চৌপথীতে কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশের ডিসপি তত্ত্বাবধানে হেলমেট না পড়া বাইক আরোহীদের দাঁড় করিয়ে হেলমেট পড়া নিয়ে সচেতন করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন এই সচেতন বার্তা আমরা শহরের নানান জায়গায় দিয়ে থাকি। আজ মা ভবানী চৌপথীতে হেলমেট না পড়া বাইক আরোহীদের সচেতন করা হলো।

মনোনয়ন কুড়মি সমাজের প্রতিনিধির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ মে ঃ জাতিসত্বার স্বীকৃতির দাবিতে এবার বাঁকুড়া লোকসভাতেও মনোনয়ন জমা দিল কুড়মি সমাজ। সোমবার বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে হাজির হয়ে কুড়মি সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন জমা করেন সুরজিত সিং কুড়মালি। লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ার হুলহুলির টাঁড়ের সভা থেকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কুড়মি সমাজ। সেই ঘোষণা মোতাবেক পুরুলিয়ায় আগেই প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা করেছিলেন কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিত প্রসাদ মাহাতো। এরপর এদিন বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে হাজির হয়ে নিজের মনোনয়ন জমা করেন কুড়মি সমাজের নেতা সুরজিত সিং কুড়মালি। সুরজিত সিং কুড়মালির দাবি জাতিসত্বত্বার দাবির পাশাপাশি আরও বেশ কিছু স্থানীয় দাবির ভিত্তিতেই তিনি এক সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন। কুড়মিরা ছাড়াও এই লড়াইয়ে অন্যান্য হিতমিতান গোষ্ঠীর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে রয়েছে বলে দাবি সুরজিত সিং কুড়মালির।

মহুয়ার পারিবারিক শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মে ঃ সভাস্থলে থাকা বাচ্চাদের সরানোর কথা বলতে গিয়ে তাদের 'লাওয়ারিশ' বললেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী। যা নিয়ে তুঙ্গে তরজা। 'দু পয়সার সাংবাদিক' কটাক্ষ থেকে শুরু করে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ড। বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। প্রতি ক্ষেত্রেই নিজের মতো করে শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। শত বিতর্ক সত্ত্বেও তৃণমূল এবারও তাঁর উপর ভরসা করেছে। কৃষ্ণনগর থেকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। স্বাভাবিকভাবেই চুটিয়ে প্রচার করছেন তিনি। অন্য প্রার্থীদের হয়েও সভা, মিছিল থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন সংযোগ করছেন তিনি। এসবের মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছে একটি ভিডিও। যা ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক। কী রয়েছে সেই ভিডিওতে? বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে মহুয়া মৈত্র। দর্শকাসনে কিছু বাচ্চারা চলে এসেছে কোনওভাবে। তাদের সরাতে বলার সময় ''লাওয়ারিশ বাচ্চা'' শব্দটি ব্যবহার করেন তৃণমূল প্রার্থী। তা নিয়েই চরমে ওঠে বিতর্ক। তরুণজ্যোতি তিওয়ারি মহুয়া মৈত্রর পারিবারিক শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাহুল সিনহা বলেন, আমি একটুও অবাক হইনি, যিনি দেশের খবর বিক্রি করে বিদেশ থেকে পয়সা রোজগার করেন, তিনি দেশের বাচ্চাদের সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করবেন। অতএব আমি মনে করি যে যেরকম তাঁর মুখ, ভাষা সেরকম বেরোচ্ছে। সাফাই দিয়ে তৃণমূলের শান্তনু সেন বলেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য তা জানতে হবে।

মাধ্যমিকে পাশ করতে পারেনি, আমবাগানে মিলল ছাত্রীর দেহ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৬ মে ঃ মাধ্যমিকে পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই মনমরা হয়ে বাড়িতে থাকছিলেন ওই ছাত্রী। সেই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হল বাড়ি সংলগ্ন আমবাগান থেকে। গঙ্গারামপুর থানার জাহাঙ্গিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহুর কিসমতের ঘটনা। ওই ছাত্রী স্থানীয় জাহাঙ্গিপুর হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে। পাশ করতে না পারায় মন খারাপ করে ছিল গত কয়েকদিন ধরে। সোমবার ভোরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আম বাগানে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। দুপুরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর সঙ্গে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, সমস্ত বন্ধুই কৃতকার্য হয়। কিন্তু সে পাশ করতে না পারায় বাড়িতেও বকাবকি করা হয়। বাবার চায়ের দোকান। দোকান চালিয়ে সংসার চালান। তিন মেয়েকেই নিজের সাধ্যমতো বড় করছেন। এভাবে মেজো মেয়ের চলে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ বাবা। এদিন সকালে তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এরপরই খবর আসে আমবাগানে ওই ছাত্রীর দেহ ঝুলছে।

স্বস্তির সঙ্গে এলো অস্বস্তি এবং ঝামেলাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মে ঃ কোথাও মাঝারী, কোথাও আবার ভারী। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাত। টানা অসহ্য গরমের পর সোমবার সন্ধ্যায় এই অবস্থায় স্বস্তির সঙ্গে এলো অস্বস্তি এবং ঝামেলাও। নদীয়ায় ঝড়ের সময় ধুলোয় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঝড়ের গতিবেগ এতটাই তীব্র ছিল যে আচমকাই নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ভালুকা, চর ব্রহ্মনগর, রোড স্টেশন, চাপড়া, আন্দুলিয়া এবং কৃষ্ণনগর এলাকায় ভেঙে পড়ে গাছ। কিছু গাছ ভেঙে পড়ে বৈদ্যুতিক তারের উপর। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়ি। গাছ পড়ে থাকার কারণে নবদ্বীপ- কৃষ্ণনগর ও করিমপুর-কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে বেশ কিছু ক্ষণ যান চলাচল বন্ধ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় রাস্তা থেকে সরানো হয় গাছের গুঁড়ি। বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় বিপদের আশঙ্কা করতে থাকেন স্থানীয়েরা। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই কাজ শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। সোমবার সন্ধ্যেয় স্বস্তির বৃষ্টি নামে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। সকাল থেকেই আজ আকাশ মেঘলা ছিল। দিনভর গুমোট গরম ভুগিয়েছে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতাও ছিল বেশি। সন্ধ্যে নামতেই ঠান্ডা-গরম বাতাসের ঠেলাঠেলিতে বৃষ্টি নামল শহরে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বিকেলের ওয়েদার বুলেটিনেই বলছিলেন, সন্ধ্যের মধ্যে ঝড়বৃষ্টির আসার সম্ভাবনা আছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তুমুল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে গোটা দক্ষিণবঙ্গেই। বজ্রবিদ্যুৎ -সহ বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ঝাড়খণ্ডে। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা চলে গেছে। এর ফল প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। এর জেরেই বৃষ্টি হবে। তাপপ্রবাহ থেকে আপাতত মুক্তি পাবে শহরবাসী। হলও তাই।

হুঁশিয়ারি অভিজিতের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ মে ঃ এবার পশ্চিমবঙ্গের সরকার ফেলার হুঁশিয়ারি শোনা গেল অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঢঙেই তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর চ্যালেঞ্জ, ডিসেম্বরের মধ্যেই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। আর গেরুয়া শিবির ক্ষমতা দখল করলে বাংলায় চালু হবে অন্নপূর্ণার ভান্ডার। সোমবার প্রচারে বেরিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও আক্রমণ শানান প্রাক্তন বিচারপতি। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রচার ও জনসংযোগ করেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তৃণমূল সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তিনি। কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির কথায়, এখানে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষমতায় আসব। যদি নাও আসি তাহলে ২০২৬ আসব। তৃণমূল উধাও হবে। একইসঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, আমরা এলে এখানে অন্নপূর্ণার ভান্ডার চালু করব। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানান বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভোটে হেরে গেলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। এই টাকা মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব টাকা নয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পালটা কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, তমলুকের বিজেপি প্রার্থী বিচার ব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছেন। এধরনের কথা বলা বিজেপির সংস্কৃতি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২২ টু ২৩-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ০৩.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা-১। কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-২২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অন্ডাল-সীরাতামপুর সেকশনে আরসিসি বক্সের মাধ্যমে স্টোন স্ল্যাব ব্রিজগুলির (ব্রিজ নং ১০০ ও ব্রিজ নং ৮১) মেরামতি ও শক্তিশালীকরণ এবং এইএন/২/অন্ডাল-এর সেকশনে ওপেন টপ ব্রিজের উপরে আরসিসি প্রি কাস্ট স্ল্যাবের ব্যবস্থার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮২,১৯,১৩৯.৮৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৬৪,৪০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-২। কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-২৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে তপসী-বারাবানী-সীতারামপুর লাইনে আরসিসি স্ল্যাবের ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্রিজের মানোন্নয়ন, উইং ওয়াল শক্তিশালীকরণ ও অ্যাডিশনাল ওপেনিং-এর ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৭৮,৭৩,৩৬২.৪৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩৯,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৬.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা (ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**- এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-41/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-০৯-২৪, তারিখ ০৬.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ সম্পাদন করার জন্য সমর্থ এবং বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসনঃ আসানসোল ডিভিসনে (রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর স্টিল, অন্ডাল, মধুপুর, জসিডী, দুমকা, সিউড়ি) সংযুক্ত লবি ও রানিং রুমের উন্নতিসাধন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬২,৫৭,৭২১.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বন্ধের এবং খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১২০ দিন। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-42/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এমসি_এসসি_এনএইচ সিএলজি_২০২৪, তারিখ ঃ ২৭.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'টু প্যাকেট সিস্টেমে' সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** ২ বছরের জন্য নৈহাটিতে সি অ্যান্ড ডব্লু ডিপোতে মেকানাইজড ক্লিনিং, ড্রাই স্যুইপিং, ডিপো এলাকার জীবাণুমুক্তিকরণ, বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন যান্ত্রিক কাজ ও স্ক্র্যাপ সামলানোর (ফেরাস এবং নন ফেরাস) কাজের জন্য বহিরাগত সংস্থা নিয়োগ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬২,৩৪,০৯৮.০২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০২ বছর। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০৬.০৫.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৫.২০২৪ তারিখে বেলা ১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৪ তারিখে বেলা ১টা। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী সমেত টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট URL)-এ দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (SDAH-42/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ত্রুটিযুক্ত ইলেকট্রিক্যাল প্যান্ট্রি সরঞ্জামের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/০৬ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/০৪, **কাজের নামঃ** ০২ বছর সময়ের জন্য কোচিং ডিপো আগরতলায় এলএইচবি টাইপ কোচের ত্রুটিযুক্ত ইলেকট্রিক্যাল প্যান্ট্রি সরঞ্জামের মেরামতি। টেন্ডার মূল্যঃ ১৮,৪১,৯৪২.৯৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩৬,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সবচেয়ে বেশি বয়সে অভিষেক

হরমনপ্রীতের ৩০০*, ভারতের জোড়া কীর্তি

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনন্য নজির গড়লেন উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে সাড়া ফেলে দেওয়া আশা

শোভানা। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দুটো সংস্করণ হয়েছে। প্রথম বার লিগ পর্বেই ছিটকে গিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দ্বিতীয় সংস্করণ অর্থাৎ এ বার ট্রফি জিতেছে স্মৃতি মান্ধানার নেতৃত্বাধীন আরসিবি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ২০০৮ সাল থেকে ট্রফি খরা মেটেনি আরসিবির। উইমেন্স টিমের হাত ধরে প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ। সেই টিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আশা শোভানা। স্লগ ওভারে স্নায়ুর চাপ সামলে বেশ কিছু ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রে আরসিবির মূল কারিগর আশাই। ঘরোয়া ক্রিকেটের গণ্ডি পেরিয়ে আরসিবির আশা শোভানা এ বার আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশ সফরে প্রথম বার ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন আশা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হল আশার। এতেই রেকর্ড গড়লেন। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে অভিষেকের নজির ছিল সীমা পূজারের। ৩২ বছর ৫০ দিনে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এই রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেন আশা শোভানা। ৩৩ বছর ৫১ দিনে অভিষেক হল আশার। একই ম্যাচে নজির হরমনপ্রীত কৌরেরও। ভারত অধিনায়ক হরমন বিশ্বের পঞ্চম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ৩০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেন। তালিকায় সকলের উপরে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। ৩৩৩ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এরপর রয়েছেন সুজি বেটস (৩১৭), এলিস পেরি (৩১৪), শার্লট এডওয়ার্ড (৩০৯), হরমনপ্রীত কৌর (৩০০)।

সৌরভের জায়গা দখল নাইট ক্যাপ্টেন শ্রেয়সের, ভাঙল মহারাজকীয় রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মেঃ কেকেআরের মেজাজটাই যেন বদলে গিয়েছে। চলতি আইপিএলে অনবদ্য ছন্দে রয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১৭তম আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক করে পয়েন্ট টেবলের মগডালে উঠেছে নাইটরা। গ্রুপ পর্বে কেকেআরের আর ৩টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। এখনও অবধি ১১টি ম্যাচে খেলে ৮টিতে জিতে ১৬ পয়েন্ট ঝুলিতে ভরেছে গৌতম গম্ভীরের ছেলেরা। রবি-রাতে নবাবের শহর লখনউতে লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ৯৮ রানের বিরাট ব্যবধানে কেকেআর হারাতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক রেকর্ড ভেঙেছেন শ্রেয়স আইয়ার। জানেন তা কী? কেকেআরের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। তাঁর নেতৃত্বে নাইটরা ২ বার আইপিএল খেতাব জিতেছে।

অতীতে কেকেআরের ক্যাপ্টেন ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি ২৭টি ম্যাচে নাইট টিমকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাতে কেকেআর জিতেছিল ১৩টি ম্যাচে, হেরেছিল ১৪টি ম্যাচে। নাইট টিমের বর্তমান ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার এখানেই ছাপিয়ে গিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কেকেআরের হয়ে এখনও অবধি শ্রেয়স ২৫টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাতে নাইটদের জয় ১৪টিতে। আর হার ১১টিতে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন হিসেবে সর্বাধিক ম্যাচ জয়ের নিরিখে তিন নম্বরে ছিলেন সৌরভ। তাঁকে ছাপিয়ে সেই জায়গা দখল করেছেন শ্রেয়স। আইপিএলে সব মিলিয়ে মোট ৬৬টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। তার মধ্যে এই নিয়ে শ্রেয়স ৩৫তম ম্যাচ (একানা স্টেডিয়ামে লখনউ বনাম কেকেআর ম্যাচে) জিতলেন। যার ফলে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন শ্রেয়স। মহেন্দ্র সিং ধোনি (১৩৩), রোহিত শর্মা (৮৭), গৌতম গম্ভীর (৭১), বিরাট কোহলি (৬৬) ও ডেভিড ওয়ার্নার (৪০)-এই পাঁচ ক্রিকেটার আইপিএলে ক্যাপ্টেন হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের থেকে বেশি ম্যাচ জিতেছেন।

বিশ্বকাপে জঙ্গি হানার আশঙ্কা কাঠগড়ায় পাকিস্তান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ১ মাসও বাকি নেই। এ বারের আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরই মাঝে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় আশঙ্কার খবর শোনা যাচ্ছে। ক্রিকবাজ নামের এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী পাকিস্তানের উত্তর অংশ থেকে জঙ্গি হামলার হুমকি পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার ফলে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের সহ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আলোচনা করছে। আইসিসির এক কর্তা বলেছেন, ''আইসিসি আয়োজক দেশগুলির সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। আমরা এই নিরাপত্তাজনিত হুমকি পাওয়ার পরই আয়োজক কর্তৃপক্ষর

সঙ্গে কথা বলেছি। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ আশ্বস্ত করেছে যে, তারা এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। এবং যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে।'' রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের উত্তর অংশের প্রো-ইসলামিক স্টেট (আইএস) এ বার খেলাধুলোর ইভেন্টগুলোকে লক্ষ্য করছে। একইসঙ্গে আইএসের পাকিস্তান-আফগানিস্তান শাখা থেকে ভিডিয়োর মাধ্যমে নাশকতার বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। ওই সকল ভিডিয়োতে বিভিন্ন দেশের জঙ্গি হামলার খবর তুলে ধরা হয়েছে। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়ে। অবশ্য, এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিইও জনি গ্রেভস জানিয়েছেন, টি-২০ বিশ্বকাপের সঙ্গে যুক্ত সকলকে নিরাপত্তা দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে আইসিসিও। ফলে নিরাপদেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে, এমনটাই আশা করছে সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড।

লক্ষ্য এ বার ১০, প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পেয়ে গেল ভারতের রিলে টিম

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ এশিয়ান গেমসে ১০০ পদকের লক্ষ্যে নেমেছিল হানঝাউয়ে নেমেছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। এ বার লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিক। ভারতের অলিম্পিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ পদক এসেছে টোকিও থেকে। মোট ৭টা। প্যারিস অলিম্পিকে লক্ষ্য ১০ পার করা। সেই টার্গেট কি ছোঁয়া সম্ভব? স্বপ্নপূরণ করার পথে ছুটতে শুরু করেছে ভারত। গত অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে একমাত্র সোনা এনেছিলেন নীরজ চোপড়া। তাঁর সঙ্গে এ বার প্যারিসে পদকের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন ভারতের রিলে টিম। বিশ্ব রিলে মিট থেকে প্যারিসের টিকিট জোগাড় করে ফেললেন ভারতের ছেলে ও মেয়েরা। যা বেশ বড় খবর।

ছেলে ও মেয়েদের ৪X৪০০ মিটার রিলেতে ভারতের দুটো টিমই অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। মেয়েদের টিম ৪০০ মিটার রিলের হিটে দ্বিতীয় হয়েছে। জামাইকার পরেই শেষ করেছেন রুপাল চৌধুরি, এমআর পুভাম্মা, জ্যোথিকা শ্রী ডান্ডি, শুভা ভেঙ্কটেশরা। তাঁরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ২৯.৩৫ সেকেন্ড। হিটে জামাইকার সময় লেগেছে ৩ মিনিট ২৮.৫৪ সেকেন্ড। সে দিক থেকে দেখলে ভারতের মেয়েদের টিমের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। এশিয়ান গেমসের সময় থেকেই বলা হচ্ছিল, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে যদি সাফল্য আসে, তা হলে পদকের সংখ্যা বাড়বে। প্যারিস অলিম্পিকে সেই লক্ষ্যপূরণের জন্যই মরিয়া হয়ে উঠেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। ছেলেদের টিমও হিটে দ্বিতীয় হয়েছে। মহম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, মহম্মদ আজমল, আরোকিয়া রাজীব, আজমল জ্যাকবরাও প্রতিভার প্রতি সুবিচার করছেন। ছেলেদের হিটে প্রথম হয়েছে আমেরিকা। তাদের সময় লেগেছে ২ মিনিট ৫৯.৯৫ সেকেন্ড। ভারতের ছেলেরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ৩.২৩ সেকেন্ড। অলিম্পিকে যদি পদক পেতে হয়, আনাস-আজমলদের আরও ভালো পারফর্ম করতে হবে। সব মিলিয়ে ১৯জন অ্যাথলিট প্যারিস অলিম্পিকের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের টিকিট পেয়ে গিয়েছেন। যাঁর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখ নীরজ চোপড়া। ১ আগস্ট থেকে শুরু হবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট।

বাবর আজমকে ওপেন চ্যালেঞ্জ!

ইসলামাবাদ, ৬ মেঃ এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তান টিমকে ফের নেতৃত্ব দেবেন বাবর আজম। চলতি মে মাসেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে পাকিস্তানের। তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবেন বাবর আজমরা। এই দুই সিরিজকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে বাবরের গ্রিন আর্মি। বিশ্বকাপের আগে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরের ওপর আস্থা রেখেছে পিসিবি। এ বার দেখার বাবর সেই আস্থার মান রাখতে পারেন কিনা। ২২ গজে ৬ বলে ছয় ছক্কার রেকর্ড একাধিক ক্রিকেটার গড়েছেন। আইপিএলে ৫ বলে ৫ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন কেকেআরের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। পাকিস্তানের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার এ বার জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন একটানা ৩টে ছয় মারতে পারবেন না বাবর। তিনি বাবরকে ওপেন চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বসিত আলি তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'যদি বাবর আজম সেরা টিমগুলোর বিরুদ্ধে একটানা তিনটে ছয় মারে, তা হলে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আয়ারল্যান্ডের মতো টিমগুলোর বিরুদ্ধে টানা ৩টে ছয় মারলে হবে না, সেরা দলগুলোর বিরুদ্ধে মারতে হবে।' বাবরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে থেমে থাকেননি বসিত। আরও বলেন, 'যদি ও এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে, তা হলে ও বলুক যে এই চ্যালেঞ্জটা করে দেখাবে। আর যদি এ বারের বিশ্বকাপে এই তিনটে ছক্কা মারতে না পারে, তা হলে আর ওর ওপেন করা ঠিক হবে না।'

দলগঠন নিয়ে কী ভাবছে ইস্টবেঙ্গল? নজর থাকবে লক্ষ্মীবারের বোর্ড মিটিংয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মেঃ নতুন মরসুমে কি করবে ইস্টবেঙ্গল? একটাই প্রশ্ন লাল-হলুদ সমর্থকদের। মোহনবাগান দলগঠনে বিশেষ চমক দিতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনকে সই করাতে চলেছে সবুজ-মেরুন। দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের সঙ্গে এ বার জুড়তে চলেছেন ম্যাকলারেন। অস্ট্রেলিয়ান ত্রিভুজ একপ্রকার তৈরি। বাকি পজিশনগুলোয় নতুন ফুটবলার নেওয়ার ভাবনায় মোহনবাগান। হ্যামিল আর ইউস্তের সঙ্গে কাউকোকেও ছেড়ে দেওয়ার ভাবনা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কি করবে? দলগঠনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে লাল-হলুদ। প্রতি বছরই দলগঠনে চিরশত্রুর চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকে ইস্টবেঙ্গল। এ বারও হাই বাজেটের দল গড়তে চলেছে মোহনবাগান। দিমিত্রিয়স ডায়ামান্তোকসকে পেতে ঝাঁপালেও এখনও জালে তুলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। কেরলের গ্রীক স্ট্রাইকারকে পেতে ঝাঁপিয়েছে মুম্বই সিটি এফসিও। গতবারের তুলনায় টিম বাজেট বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থা। এবছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু কোয়ালিফায়ার খেলবে লাল-হলুদ। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে ইস্টবেঙ্গল। তাই ভালো দল গড়তে চাইছেন কর্তারা। বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা মুখে বলছেন, বাজেট কোনও বাধা নয়। যে কোনও হাই বাজেটের ফুটবলারকে নেওয়ার জন্যই তারা তৈরি। তাহলে কি রিক্রুটারদের আরও সপ্রতিভ হওয়ার কথা বলছেন বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা? এখনও পর্যন্ত চারজন বিদেশি নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গলে। ক্লেটন সিলভা, হিজাজি মাহের, সাউল ক্রেসপোকে রেখে দিচ্ছে লাল-হলুদ। এঁদের সঙ্গে জুড়ছেন পঞ্জাব এফসির ফরাসি ফুটবলার মাদিহ তালাল। কোচ কুয়াদ্রাতের পছন্দের তালিকা দেখেই দল গঠন করা হচ্ছে। বিদেশিদের পাশাপাশি ভালো মানের দেশিয় ফুটবলারও রিক্রুটের প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার ইমামি ইস্টবেঙ্গলের বোর্ড মিটিং। আগের বৈঠকেই টিম বাজেট বাড়ানোর কথা বলেছিলেন ক্লাব কর্তারা। এ বারের বৈঠকও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। টিম বাজেট বাড়াতে ক্লাবও বেশ সাহায্য করছে। কিন্তু টপ পারফর্মারদের কখনই সেভাবে হাতে পায় না ইস্টবেঙ্গল। কোথায় খামতি সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে বৈঠকে। শেষ কয়েকবছরে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের স্থান নয় থেকে এগারোর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। সামনের মরসুম থেকে পাল্টে যাচ্ছে সুপার কাপের ফরম্যাটও। ফলে ভালো দল না গড়লে ধারাবাহিকতা যে আসবে না। প্রাক মরসুম প্রস্তুতি তাড়াতাড়ি শুরু করতে চাইছেন কুয়াদ্রাত। এখানেই প্রাক মরসুম প্রস্তুতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই এখন নজর লাল-হলুদ সমর্থকদের।

মারাদোনাকে বাদ দিয়েও জিতেছিলেন প্রথম বিশ্বকাপ, মারা গেলেন কোচ মেনোত্তি

বুয়েনস আইরেস, ৬ মেঃ এক পেলের পাশে খেলতেন স্যান্টোসে। স্ট্রাইকার হিসেবে লাতিন আমেরিকান ফুটবলে বেশ নামডাকও ছিল তাঁর। দেশের হয়েও বেশ সফল ছিলেন। কিন্তু তাঁকে ফুটবল দুনিয়া মনে রেখেছে ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের জন্য। সে বার প্রথম বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। সেই টিমের কোচ ছিলেন তিনি। মারা গেলেন সেইন সিজার লুইস মেনোত্তি। বয়স হয়েছিল ৮৫। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া আর্জেন্টিনার ফুটবলে। ৩৭ বছরের কোচিং কেরিয়ারে ইতালি, উরুগুয়ে, মেক্সিকোর মতো দেশের নানা ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ২ বছর বার্সেলোনার কোচ হিসেবেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এই মেনোত্তি যেমন বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর জন্য, তেমনই দিয়েগো মারাদোনা বিতর্কের জন্যও। ১৯৭৪ সালে আর্জেন্টিনার কোচ হয়েছিলেন মেনোত্তি। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় টিমের কোচ ছিলেন। বিতর্ক অবশ্য ১৯৭৮ সালে। বিশ্বকাপের যে টিম ঘোষণা করেছিলেন, তা থেকে দিয়েগো মারাদোনাকে বাদ দিয়েছিলেন। মারাদোনা তখন তরুণ। মাত্র ১৭ বছর বয়স। আর্জেন্টিনার সিনিয়র টিমের হয়ে অভিষেকও হয়ে গিয়েছিল। মারাদোনা যে প্রবল প্রতিভাবান, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না কারওরই। তা সত্ত্বেও টিম থেকে বাদ দিয়েছিলেন মেনোত্তি। এ নিয়ে চরম বিতর্কে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। অবশ্য এর পরেই আবার অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে মারাদোনাকে টিমে রেখেছিলেন মেনোত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের কাছে ১-৩ হেরে বিদায় নেয় আর্জেন্টিনা। ওই বিপর্যয়ের পর মেনোত্তি চাকরি খোয়ান। আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থার তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সিজার লুইস মেনোত্তির মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকস্তব্ধ। ওঁর হাত ধরেই প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা।' আর্জেন্টিনার কোচিং চলে গেলেও কোচ মেনোত্তির প্রভাব কমেনি। বিশ্ব ফুটবলে নানা টিমের দায়িত্ব নিয়েছেন নানা সময়। ১৯৭০ সালে নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজের কোচিং দিয়েছিলেন শুরু করেছিলেন। ৩৭ বছরের কোচিং কেরিয়ার শেষ হয় মেক্সিকোর টেকোসের হয়ে। ২০১৯ সালে আর্জেন্টিনার ফুটবল ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ২০২৩ সালে শারীরিক কারণে সরে দাঁড়ান। লিওনেল মেসিও মেনোত্তির প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন।

রোহিতের পর নেতা শ্রেয়স!

মুম্বই, ৬ মেঃ আইপিএল শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন শ্রেয়স আয়ার। অথচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ককে নিয়েই বড় পরিকল্পনা রয়েছে বিসিসিআইয়ের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ সেই পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন। বিরাট কোহলি ভারতীয় দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রোহিত শর্মা। তাঁর পর কে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। যশপ্রীত বুমরা, শুভমন গিল, হার্দিক পান্ডিয়াদের নিয়ে আলোচনা চলছে। পরবর্তী অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন একাধিক ক্রিকেটার। তবে তাঁদের কাউকেই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। বরং শ্রেয়সকেই ভবিষ্যতের নেতা হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব সামলেছেন প্রসাদ। তিনি বলেছেন, ''অনেক আগে থেকেই শ্রেয়সকে পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক থাকার সময়ই শ্রেয়সের নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত দক্ষতা নজর কেড়েছিল।'' কেন শ্রেয়সকে বেছে নেওয়া হয়েছিল? প্রসাদ বলেছেন, ''গত দু'বছরের আগের সময়ের দিকে তাকালেই বিষয়টা বোঝা যাবে। সে সময় ভারত 'এ' দলকে প্রধানত শ্রেয়স নেতৃত্ব দিত। ওই সময় ভারত 'এ' দল সম্ভবত ১০টা সিরিজ খেলেছিল। তার মধ্যে আটটা জিতেছিল। অধিকাংশ সিরিজেই অধিনায়ক ছিল শ্রেয়স। তখন 'এ' দলের অধিনায়ক হিসাবে শ্রেয়সই প্রথম পছন্দ ছিল। ওকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল তখন থেকেই।''

টটেনহামকে হারিয়ে ক্লপ বললেন, 'এটাই লিভারপুলের মরসুমের প্রতিচ্ছবি'

লিভারপুল, ৬ মেঃ লিভারপুল আর ইয়ুর্গেন ক্লপের জন্য আর কিছু কি বাকি আছে? এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়া, লিগ কাপের ফাইনালে হার এবং ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া-সব হারানো লিভারপুলের জন্য কিছু পাওয়ার জায়গা হয়ে ছিল প্রিমিয়ার লিগ। কিন্তু লিগের মাঝপথ থেকে শুরু করে লম্বা একটা সময় শীর্ষে থাকা দলটি ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাব সিটি ও ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে আর পরে ক্রিস্টাল প্যালেস ও এভারটনের কাছে হেরে শিরোপা লড়াই থেকেই দূরে সরে গেছে। পরিস্থিতি আরও বাজে হয়েছে ওয়েস্ট হামের সঙ্গেও ড্র করায়। চার শিরোপা জিতে দুর্দান্ত একটি মরসুমের স্বপ্ন দেখা লিভারপুল হঠাৎ করেই এলোমেলো হয়ে পড়ে। অ্যানফিল্ডজুড়ে কেমন যেন বেদনার বিউগল বাজতে শুরু করে। এর মধ্যেই গতকাল ঘরের মাঠে টটেনহামকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ক্লপের দল। এমন নয় যে এই জয়ে সিটি আর আর্সেনালের সঙ্গে আবার শিরোপা লড়াইয়ে ফিরেছে লিভারপুল। ৩৬ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আছে শীর্ষে। সমান ম্যাচে তৃতীয় স্থানে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৭৮।

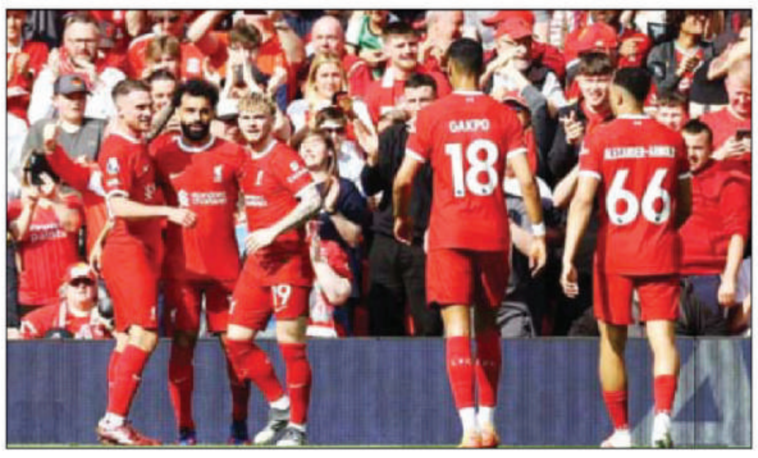

আর এক ম্যাচ কম খেলে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি। অবস্থা যখন এই, টটেনহামের বিপক্ষে জয়টি কি লিভারপুলের সমর্থকদের হতাশার ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারবে? তেমনটা মনে করার লোক হয়তো বেশি পাওয়া যাবে না। দুর্দান্ত এই জয়ের পরও ক্লপও হয়তো সে রকম কিছু ভাবছেন না। তবে এটাকে তিনি দেখছেন লিভারপুলের এই মরসুমের পারফরম্যান্সের প্রতিচ্ছবি হিসেবে! ম্যাচ শেষের পর সংবাদ সম্মেলনে লিভারপুলের জার্মান কোচ ক্লপ বলেছেন, ''এটা কিছুটা হলেও মরসুমের প্রতিচ্ছবি। সত্যি, সত্যি বাজে অবস্থা হয়ে যাওয়ার আগেপর্যন্ত আমরা খুবই ভালো খেলেছি। এখন আবার আমরা ঠিক আছি।'' ক্লপের দলকে আবার ঠিক অবস্থায় নিয়ে আসতে মহম্মদ সালাহ কাল ভূমিকা রেখেছেন গোল করে এবং গোল করিয়ে। ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করা ম্যাচে সালাহকে বদলি হিসেবে মাঠে নামিয়েছিলেন ক্লপ। মাঠে নামার সময় ডাগআউটে ক্লপের সঙ্গে কথার লড়াইও হয়েছিল সালাহর। এ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু কাল টটেনহামের বিপক্ষে সালাহকে শুরুর একাদশেই রাখেন ক্লপ। শুরুর একাদশে ফিরেই নিজের ঝলক দেখান সালাহ। ১৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন তিনিই। ৫৯ মিনিটে হার্ভি এলিয়টের গোলটিতে ছিল তাঁর অবদান। এলিয়টের গোলটি ছিল লিভারপুলের চতুর্থ। এর আগে ৪৫ ও ৫০ মিনিটে গোল করেন অ্যান্ডি রবার্টসন আর কোডি গাকপো। সব মিলিয়ে ৫৯ মিনিটের মধ্যে ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ম্যাচ মূলত সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ৭২ ও ৭৭ মিনিটে রিচার্লিসন আর সন হিউং-মিনের গোলে শুধু ব্যবধানই কমাতে পারে টটেনহাম। গতকালের হারে টটেনহামের আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার স্বপ্নে লেগেছে বড় ধাক্কা। এই হারের পর ৩৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে টটেনহাম। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাস্টন ভিলা। ষষ্ঠ স্থানে থাকা নিউক্যাসলের পয়েন্ট ৩৫ ম্যাচে ৫৬। ইংল্যান্ড থেকে আগামী মরসুমে সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে চারটি দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com